চার্জশিট ২০ দিনেই

দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ মামলায় সহপাঠীকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। মাত্র ২০ দিনের মাথায় মামলার চার্জশিট পেশ করে পুলিশ আর একবার নজির তৈরি করল

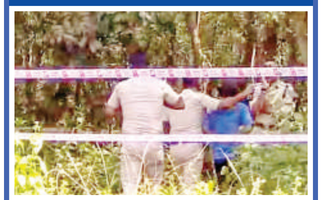

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৃষ্টি চলবে

শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। শনিবার পর্যন্ত এই নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। রবিবারের পর থেকে আবহাওয়া আবার শুকনো হবে

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

লাঞ্চের আগেই টি-ব্রেক, টেস্টের নিয়ম বদলে যাচ্ছে গুয়াহাটিতে

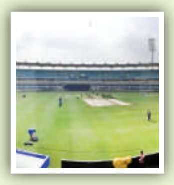

টলিপাড়ায় টেকনিশিয়ানদের পারিশ্রমিক ৩৩% বৃদ্ধি হচ্ছে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫৫ ● ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ ● ১৩ কার্তিক ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 155 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 31 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলায় এসআইআর আতঙ্ক ■ পরপর মৃত্যু ■ প্রতিবাদে উত্তাল

ভয় নেই, পাশে আছি

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া ঘোষণার মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই আতঙ্কে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য বিজেপিকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিজেপির ভয়, বিভাজন ও ঘৃণার রাজনীতির করুণ ফল সকলে প্রত্যক্ষ করছে। ভোটার তালিকায় সংশোধনের এই প্রক্রিয়াটি বিজেপির ইচ্ছায় জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলেই একের পর এক এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন,

আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

২৭ অক্টোবর খড়দহের পানিহাটির বাসিন্দা ৫৭ বছর বয়সি প্রদীপ কর আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগে রেখে যাওয়া চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আমার মৃত্যুর জন্য এনআরসি দায়ী। তার পরের দিন, ২৮ অক্টোবর কোচবিহারের দিনহাটায় ৬৩ বছর বয়সি এক ব্যক্তির আত্মহত্যার চেষ্টা। আত্মহত্যা করেন ক্ষিতীশ মজুমদার — যিনি ইলামবাজারে মেয়ের (এরপর ১০ পাতায়)

তালিকায় নাম না পেয়ে বৃদ্ধের আত্মহত্যা

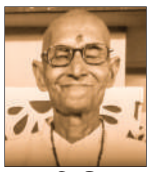

মৃত ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার।

প্রতিবেদন : এসআইআর-এনআরসি আতঙ্কে বাংলায় মৃত্যুমিছিল। পানিহাটি দিয়ে শুরু। এবার বীরভূম। মাঝে আত্মহননের চেষ্টা কোচবিহারে। বাংলা জুড়ে মানুষের মধ্যে এসআইআরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে।

বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকে খয়েরবুনি গ্রামে। পরিবারের অভিযোগ, ওয়েবসাইটে ২০০২ সালের প্রকাশিত ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার (৯৫)। পরে সুভাষপল্লিতে মেয়ের বাড়ি গিয়ে গলায় দড়ি দেন তিনি। খবর পেয়েই ইলামবাজারে তাঁদের বাড়ি যান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। ক্ষিতীশবাবুর মরদেহে মালা দেন। অনুব্রত বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। সবাই নিশ্চিন্তে থাকুন। যে কোনও মৃত্যুই বেদনাদায়ক। ক্ষিতীশবাবুর পরিবারের পাশে আমরা আছি। ক্ষিতীশের পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এসআইআর আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। বাংলাদেশ থেকে ক্ষিতীশবাবুর পরিবার ১৯৯৫ সালে (এরপর ১০ পাতায়)

প্রয়াত ক্ষিতীশ মজুমদারের বাড়িতে অনুব্রত মণ্ডল।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মায়াবি

মায়াবি শহর
মায়াতে ঘেরা।
মায়াবি সরণি
অরণ্য ছায়ায় ভরা।
মায়াজাল বিস্তার
বিস্তারিত কুয়াশা।
মেঘমায়া ছায়া
প্রকৃতির ভরসা।
কালিম্পং-এর পাহাড়
শান্তিতে ধরা
নীরব নিস্তব্ধ সবুজ
অরণ্যে ঘেরা।
ভালো লাগে,
ভালোতে নেই খরা,
মায়াবি পৃথিবী
স্নেহতে ভরা।
আধা রোদে, আধা ছায়া
টিলাগুলো আহা!
আহার মাঝারে
সবুজ ছায়া,
আহা আহারে
বাহারে মায়া।

অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই শুরু মিথ্যাচার

কমিশনের কেলেঙ্কারি ফাঁস

প্রতিবেদন : এসআইআরের আগেই বিজেপি আর কমিশনের বিরাট কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং মুখপাত্র কুণাল ঘোষ একের পর এক তথ্য তুলে নিয়ে দেখালেন, এসআইআরের আগেই আর-এক বিরাট কেলেঙ্কারি হয়ে গিয়েছে রাজ্যের ভোটার তালিকায়। ২০০২-এর ভোটার তালিকাকে বেঞ্চমার্ক করে এসআইআর করার কথা বলেছে কমিশন। কিন্তু আপ লোড করা ভোটার তালিকা আর ২০০২ -এর হার্ড কপি মেলাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আসমান-জমিন ফারাক। অসংখ্য নাম বাদ। যেমন, অশোকনগরে একটি বুথের ভোটার (এরপর ১০ পাতায়)

বিজেপি-কমিশনের চুপি চুপি কারচুপি

- কোচবিহারের নাটাবাড়ি এসির বুথ নং ২, বুথ নং ৩০৩, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ৭১৭ জন ছিলেন, অনলাইন ভোটার তালিকায় মাত্র ১৪০ জন
- মাথাভাঙা এসির পাচাগড় গ্রামের বুথ নং ১৬০-তে ২০০২ সালের ভোটার ছিলেন ৮৪৬ জন, এখন ২/২৪৪ বুথ নং ৪১৬। ৪১৭ থেকে ৮৪১ পর্যন্ত এন্ট্রিগুলি কোনও চিহ্ন ছাড়াই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে
- উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের হাবড়া-২ ব্লকের গুমা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে, ১৫৯ নম্বর বুথের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ভোটারদের কোনও রেকর্ড নেই। ২০০২ সালের ৬১ নম্বর বুথের ভোটার তালিকায় ৩৪৩ থেকে ৪১৪ নম্বর ক্রমিক নম্বর পর্যন্ত এন্ট্রি নেই
- আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরিতে, বিএলও-এর বাবা, মা ও ভাইয়ের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে

সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

আজ বৈঠকে অভিষেক

প্রতিবেদন : রাজ্যে এসআইআর শুরুর আগেই বিএলএদের নিয়ে আজ, শুক্রবার ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেল ৪টে থেকে শুরু হবে বৈঠক। উত্তর থেকে দক্ষিণ রাজ্যের সব প্রান্তের বিএলএরা উপস্থিত থাকবেন এই বৈঠকে। একইসঙ্গে থাকবেন রাজ্য-জেলার সাংগঠনিক তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরাও। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বৈঠকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন, এসআইআর পর্বে এই বুথ লেভেল এজেন্টদের ভূমিকা। কারণ বিএলওদের (বুথ লেভেল অফিসার) সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন বিএলএরা। ফলে ভোটার তালিকায় নাম তোলা কিংবা বাদ যাওয়ার ক্ষেত্রে (এরপর ১০ পাতায়)

শুভেচ্ছা ক্রীড়ামন্ত্রীর

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত

প্রতিবেদন : অসাধারণ লড়াই করে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছল হরমনপ্রীতের উইমেন ইন ব্লু। অসিদের ৩৩৮ রানের জবাবে ৯ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেটে রান তুলে নিল ভারত।

জেমাইমা।

অসাধারণ ব্যাটিং করে দলকে ফাইনালে তুললেন জেমাইমা রডরিগেজ। অপরাজিত রইলেন ১২৭ রানে। সঙ্গে হরমনপ্রীতের ৮৯ রান দলকে নিশ্চয়তা দিয়েছে। রিচার (২৬), দীপ্তির (২৪) ও স্মৃতির (২৪) ব্যাটিংও রান রেট বাড়তে দেয়নি। ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানা রকম

31 October, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৭৫ বল্লভভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০)
এদিন গুজরাতের খেদা জেলার নাদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব ও কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার কারণে তাঁকে 'লৌহমানব' বলা হত। সাম্প্রতিক সরকারি লব্জে সর্দার প্যাটেলের জন্মদিবস 'একতা দিবস'। প্রধানমন্ত্রী গত সপ্তাহে তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন, এই উপলক্ষে রঙ্গোলি, লোরি এবং গান নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। মিতবাক, স্বভাব-সংযত, কাজের মানুষ সর্দার প্যাটেল তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর এরকম তাৎপর্যহীন 'প্রতিযোগিতা'র আয়োজনে কিন্তু বিরক্ত হতেন। বিরক্ত হতেন তাঁর ১৮২ মিটার উঁচু দুনিয়ার বৃহত্তম মূর্তি নিয়েও, যে-মূর্তি স্থাপন করে কেন্দ্রের বর্তমান শাসকবৃন্দ ও তাঁদের ভক্তবৃন্দের অহঙ্কারের অন্ত নেই। তিনি জানতেন, যে মানসিকতায় কেউ বৃহত্তম গোঁফের তকমা নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই মানসিকতাই ঢালাই লৌহ ও ব্রোঞ্জনির্মিত বৃহত্তম মূর্তি গড়ে। লোকদেখানো আড়ম্বরের ফাঁকিবাজি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ধর্ম ছিল না। যাঁরা সর্দার প্যাটেলকে আজকাল জওহরলাল নেহরুর প্রতিপক্ষ হিসাবে খাড়া করার চেষ্টা করেন, তাঁরা ভুলে যান কিংবা গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, যাবতীয় মতান্তর সত্ত্বেও দুই গান্ধী-শিষ্য প্যাটেল ও নেহরুর পারস্পরিক শ্রদ্ধা অটুট ছিল। কলকাতা শহর তার সাক্ষী। ১৯৫০ সালে নেহরুর সঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের চুক্তির প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী নেহরু সরকার থেকে পদত্যাগ করলে প্যাটেল নেহরুর সমর্থনে টানা পাঁচ দিন কলকাতায় থাকেন, বেশির ভাগ নেতা ও মন্ত্রীকে এই চুক্তির পক্ষে নিয়ে আসেন। খেড়া ও বরদলৈ সত্যাগ্রহের নায়ক শেষ দিন অবধি বয়সে অনুজ নেহরুর বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন।

১৯৮৪ ইন্দিরা গান্ধী
(১৯১৭-১৯৮৪) মৃত্যুদিন। এদিন সকাল ৯টা ১৮ মিনিটে দফতরে যাওয়ার সময় নতুন দিল্লিতে বাসগৃহ-সংলগ্ন উদ্যানপথে নিরাপত্তারক্ষী বিয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিংয়ের অতর্কিত আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয়। তিনিই এখনও পর্যন্ত ভারতের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরা ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের মার্চ এবং পুনরায় ১৯৮০ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে নিহত হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন।

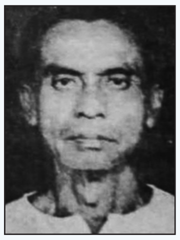

১৯৮০ হেমচন্দ্র ঘোষ
(১৮৮৪-১৯৮০) এদিন প্রয়াত হন। অগ্নিযুগের বিশিষ্ট বিপ্লবী ও মুক্তি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে সরাসরি দেশপ্রেমমূলক বাণী শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। পরবর্তী কালে তিনি দাবিও করতেন, স্বামীজির সঙ্গে সেই সাক্ষাৎই তাঁর জীবনের লক্ষ্য চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করে দিল। ১৯০৯-তে আগরতলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ। কারামুক্তির পর ১৯২০-তে কলকাতায় এসে ফের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ। বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দযুদ্ধ সফলের পেছনে ছিলেন তিনি। সুভাষচন্দ্র বসুর সহকর্মী। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে জেলের বাইরে ছিলেন মোটে দেড় বছর। এই অকৃতদার বিপ্লবী ভারত সরকারের 'তাম্রপত্র' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

১৭৯৫ জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম রোম্যান্টিক কবি। মৃত্যুর মাত্র চার বছর আগে তাঁর রচনাগুলো প্রকাশিত হয়। চিরসুন্দরের কবি। আমৃত্যু সৌন্দর্যের আরাধনা করেছেন। তাঁর লেখা বহুল প্রচারিত পঙ্‌ক্তিগুলোর অন্যতম "Beauty is truth, truth beauty— that is all/Ye know on earth, and all ye need to know."

১৯৮৭ রাজচন্দ্র বসু (১৯০১-১৯৮৭) এদিন প্রয়াত হন। খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ। আমেরিকার সায়েন্স অ্যাকাডেমির সদস্যপদ পেয়েছিলেন। লিওনার্ড ইউলারের উদ্ভাবিত গাণিতিক কনজেকচার সূত্রকে ভুল প্রমাণ করেন। টেলি যোগাযোগ সংক্রান্ত মর্সকোড সিকোয়েন্স সংকেতের ত্রুটি সংশোধন করেন। সুপরিকল্পিত উপায়ে তারবার্তা প্রেরণের উন্নত পদ্ধতি, মাল্টি ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন।

১৯৩১ জপমালা ঘোষ (১৯৩১-১৯৯৯) এদিন অসমের ডিগবয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছড়ার গানের জনপ্রিয় গায়িকা। আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। তাঁর গাওয়া গানের প্রায় ১৫০টি রেকর্ড বা ক্যাসেট আছে।

২০১৯ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটি ভেঙে এদিন দুটি অংশ তৈরি করল মোদি সরকার, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল লাদাখ। লাদাখ হল সবচেয়ে বড় এবং জনসংখ্যা অনুসারে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন জনবহুল ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

কর্মসূচি

■ বীরভূমের নতুন জেলাশাসক ধবল জৈনকে শুভেচ্ছা জানালেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

■ শেওড়াফুলিতে জগদ্ধাত্রী আরাধনায় পুরপ্রধান পারিষদ তথা জয় হিন্দ বাহিনীর জেলা সভাপতি সুবীর ঘোষ সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ সারলেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৪২

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. অজ্ঞাতবাস ৬. তিরস্কার করা, ধমকানো ৮. শিব ৯. নিজের মনে, কল্পনায় ১০. অধ্যবসায় ১২. (আল.) বিভ্রান্তিকর বস্তু ১৩. সূর্য, ভাস্কর ১৫. দাহিকাশক্তি।

উপর-নিচ : ২. লাল, অগ্নিবর্ণ ৩. অশ্বত্থবৃক্ষ ৪. সমস্ত, সকল ৫. বারুদ ৭. উপার্জনকারী, রোজগারে ১১. অবমানিত ১২. সুস্থ, রোগমুক্ত ১৪. পণ্ডিত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪১ : পাশাপাশি : ২.এয়ারমেল ৫. নরলোক ৬. দর্পণ ৭. পরিশ্রম ৯. আগপাছ ১২. স্বীকৃতি ১৩. পারত্রিক ১৪. কর্বুরপতি। **উপর-নিচ:** ১. মনস্তাপ ২. একদম ৩. রসুইঘর ৪. লগ্নক ৮. শ্রম স্বীকার ৯. আতিপাতি ১০. ছলাকলা ১১.অলুক।

৩০ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০০০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৭০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৭১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৬৩	৮৮.০৮
ইউরো	১০৪.৪৯	১০২.৩৮
পাউন্ড	১১৮.৫৮	১১৬.০৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রাকুল প্রীত

■ ইমন চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

বিয়েতে রাজি না হওয়ায় বিজয়গড়ে প্রেমিকার বাড়িতে ঢুকে গুলি। অবশেষে ধৃত অভিযুক্ত। ঘটনার ২ দিন পর বৃহস্পতিবার বিহারের পাটনার শহরতলি থেকে অভিযুক্ত রবি ভরদ্বাজকে গ্রেফতার করেছে যাদবপুর থানা

পানিহাটিতে প্রতিবাদ-মিছিলে গর্জে উঠল জনতা

■ জাস্টিস ফর প্রদীপ কর। বিচার চেয়ে পানিহাটি থেকে উসুমপল্লি পর্যন্ত মিছিলে জনজোয়ার। ছিলেন পার্থ ভৌমিক, নির্মল ঘোষ, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, দেবরাজ চক্রবর্তী-সহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

প্রতিবেদন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর 'জাস্টিস ফর প্রদীপ কর' স্লোগানে গর্জে উঠল পানিহাটি। কার্যত বৃষ্টি উপেক্ষা করেই হাজার-হাজার মানুষ মিছিলে পা মেলালেন। বৃহস্পতিবার এই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন বারাকপুরের সাংসদ তথা দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থ ভৌমিক, পানিহাটির বিধায়ক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন আগরপাড়া স্টেশন থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় বিটি রোড তেঁতুলতলায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পার্থ ভৌমিক বলেন, বিজেপি এসআইআরের নামে আতঙ্ক ছড়াতে চাইছে। রাজ্যের বিজেপি নেতারা মানুষের মধ্যে প্যানিক তৈরি করছে। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ভয় কাটাতে চাইছি। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার আশ্বস্ত করছেন, আপনারা ভয় পাবেন না। একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেও তার বিরুদ্ধে তিনি রাস্তায় নামবেন। আমরা চাই না দ্বিতীয় প্রদীপ কর হোক। তবে বিজেপি নেতারা এসআইআরের নামে এনআরসি চালু করতে চাইছে। নির্বাচন কমিশনও সেই পথে চলছে। মানুষের মধ্যে এমন ভয় তৈরি করেছে যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আত্মহত্যার পথে হাঁটছে। পার্থ ভৌমিক আশ্বস্ত করে বলেন, আপনারা ভয় পাবেন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের পাশে আছেন। কিছু বিজেপি নেতা প্রদীপ করের মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক করছে, তাদের কড়া ভাষায় জবাব দিয়ে বলেন, ওঁদের কোনও ধন্দ থাকলে আদালতে যেতে পারেন। নির্মল ঘোষ বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, তাদের কিছু চামচা ও রাজ্যের কিছু বিজেপি নেতা চক্রান্ত করছে। তারা চাইছে মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি করতে। এই চক্রান্ত থেকে বেরতে না পারলে বাংলার মানুষ তাদের জবাব দিয়ে দেবে। যাঁরা আত্মহননের পথে যাচ্ছেন দল তাঁদের পরিবারের পাশে থাকবে। বিজেপি ঠিক করে দিতে পারে না কাদের নাম থাকবে, আর কাদের নাম কাটা যাবে।

■ জয়নগর ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মোল্লারচকে মিছিল।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে প্রদীপ করের বিচার চেয়ে পথে নামলেন মানুষ। এদিন সকালে জয়নগর ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গড়দেয়ানি অঞ্চল সভাপতি শাহাবুদ্দিন শেখের নেতৃত্বে মিছিলে শামিল হন এলাকার সাধারণ মানুষ।

এফআইআর দায়ের

প্রতিবেদন : এনআরসি আতঙ্কেই মৃত্যু আগরপাড়ার প্রদীপ করের! কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করল মৃতের পরিবার। আত্মঘাতী প্রৌঢ়ের ভ্রাতৃবধূ মৌসুমী করের অভিযোগের ভিত্তিতে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা রুজু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ফরেনসিক পরীক্ষা হবে সুইসাইড নোটের।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ আজ

প্রতিবেদন : পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩৯ দিনের মাথায় আজ প্রকাশিত হতে চলেছে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল। এদিন দুপুর ১২.৩০টা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলন করে ফল প্রকাশ করবে সংসদ। এরপর দুপুর দুটো থেকে সংসদের ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখা যাবে। মোট প্রাপ্ত নম্বর, বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর, বিষয়ভিত্তিক পার্সেন্টাইল জানা যাবে। এবারেই প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। গত ২২ সেপ্টেম্বর তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়। দ্বাদশের দ্বিতীয় অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টার হবে ফেব্রুয়ারিতে। দ্বাদশ শ্রেণির ২টি সেমিস্টারের নম্বর যোগ করে তারপরেই মূল রেজাল্ট প্রকাশিত হবে। পরীক্ষার্থীরা তাদের রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে লগ ইন করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধানশিক্ষক তা ডাউনলোড করে স্ট্যাম্প-সহ স্বাক্ষর করে পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেবেন।

ওড়িশার দুই ব্যবসায়ীকে লুঠের ছক
উল্টে ধস্তাধস্তিতেই মৃত্যু রাহুলের

প্রতিবেদন : গাইড পরিচয়ে ভাব জমিয়ে ওড়িশার দুই ব্যবসায়ীকে লুঠের ধান্দায় ছিল পিকনিক গার্ডেনের যুবক রাহুল লাল। কিন্তু পরিণতি হল উল্টো! লুঠপাটের সময় দু'পক্ষের ধস্তাধস্তিতে প্রাণ গেল রাহুলেরই। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে বক্সখাটের অন্দরে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনল কলকাতা পুলিশ। বৃহস্পতিবার লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠকে পার্ক স্ট্রিট খুন-কাণ্ডে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) রূপেশ কুমার। গত শুক্রবার পার্ক স্ট্রিটের এক হোটেলের ঘরে বক্সখাটের মধ্যে বছর পঁচিশের যুবকের দেহ উদ্ধারের তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা ওড়িশার কটক থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছেন। ধৃত সন্তোষ বেহরা ও শক্তিকান্ত বেহরাকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় এনে এদিন আলিপুর আদালতে পেশ করলে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

■ সাংবাদিক বৈঠকে রূপেশ কুমার।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জয়েন্ট সিপি জানিয়েছেন, ধৃত সন্তোষ ও শক্তিকান্ত বেহরার ওড়িশায় প্লাস্টিকের ফুলের ব্যবসা। বড়বাজারে তারা সেই ব্যবসার জিনিসপত্র কিনতে এসেছিল। কেনাকাটা শেষে তারা ভিক্টোরিয়ায় ঘুরতে যায়। সেখানেই গাইড পরিচয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ জমায় পিকনিক গার্ডেনের রাহুল লাল। হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে দু'জনকে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে। একজন নিয়ে আসে খাবার ও মদের বোতল। মদের আসরে ছুরি দেখিয়ে লুঠপাটের চেষ্টা করে রাহুল। বাঁচার চেষ্টায় পাল্টা আক্রমণ করে সন্তোষ ও শক্তিকান্ত। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। সেইসময় গামছার ফাঁসে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রাহুল। তাকে বক্সখাটের ভিতরে লুকিয়ে হোটেল থেকে চেক-আউট করে সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে যায় দু'জন। পরের দিন সকালের ট্রেনেই তারা ওড়িশা পালিয়ে যায়। লালবাজারের তদন্তকারী দল সব তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে ঘটনার ৭ দিন পর বুধবার ওড়িশার কটক থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

পার্ক সার্কাসে পথদুর্ঘটনা

প্রতিবেদন : সাতসকালে পার্কসার্কাসে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সায়েন্স সিটি যাওয়ার পথে ৪ নং ব্রিজে ওঠার মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল ডাম্পার। আর উল্টে যাওয়ার আগে ডাম্পারটি ধাক্কা মারে রাস্তার পাশের একটি ল্যাম্পপোস্টে। ধাক্কার অভিঘাতে ল্যাম্পপোস্টটি রাস্তা থেকে উপড়ে ঢুকে যায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ক্যাবের ভিতরে। সামনের কাচ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায় ক্যাবটি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কর্মরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। যদিও দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ক্যাবের মধ্যে বসে থাকা চালক দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। কিছুক্ষণের জন্য তৈরি হয় ব্যাপক যানজট। দ্রুত দুর্ঘটনাগ্রস্ত ডাম্পারটিকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

31 October, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফাঁস কেলেঙ্কারি

কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলায় এসআইআর করার আগেই ভোটার তালিকা নিয়ে যে কী বিরাট কেলেঙ্কারি চলছে, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের পেশ করা তথ্য-প্রমাণে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে বেঞ্চমার্ক তৈরি করে ভোটার তালিকা এসআইআর করার পরিকল্পনা নিয়েছে কমিশন। কিন্তু সেই তালিকাতেই বিরাট কেলেঙ্কারি। কী সেই কেলেঙ্কারি? দেখা যাচ্ছে বুথ রয়েছে, ভোটার নেই। ৯০০-র বেশি ভোটার স্রেফ হাওয়া। এটা যদি অশোকনগরের চিত্র হয়, তাহলে কোচবিহার এবং মাথাভাঙায় ভোটার তালিকার মাঝখান থেকে কোথাও ৪০০, কোথাও ৫০০ ভোটারের নাম টানা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা যে কোনওভাবেই সম্ভব নয় সেটা স্পষ্ট। বুথ থাকলে ভোটার থাকবে। নাম বাদ গেলে টানা ৪০০ জনের নাম বাদ যেতে পারে না। তাহলে কীভাবে তা সম্ভব হল? তৃণমূল বৃহস্পতিবার মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছে। বাংলা জুড়ে সব ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে বসলে দেখা যাবে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় কী বিরাট কেলেঙ্কারি করা হয়েছে। বাংলার বিজেপি নেতারা বলছিলেন, লাখ লাখ ভোটার বাদ যাবে। কীসের ভিত্তিতে বলছিলেন? আসলে তাঁরা জানেন ওয়েবসাইটে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা আপলোড করার সময় চুপি চুপি কারচুপি করা হয়েছে। দিল্লি-মহারাষ্ট্রে যে কারচুপি করার পর বিজেপি জিতেছিল, ভেবেছিল বাংলাতেও সেই পদ্ধতিতে জিতবে। কিন্তু ভুলে গিয়েছিল বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রয়েছে। এখানে এইসব কারচুপি করে বেশিদূর এগোনো যাবে না। এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর বিজেপি নেতারা কী করে মুখ দেখাচ্ছেন? লজ্জা করে না!

e-mail থেকে চিঠি

এবার অন্তত বুঝুক মোদি সরকার

১০০ দিনের কাজ (মনরেগা) চালু করার ব্যাপারে শীর্ষ আদালতে বড় জয় পেয়েছে বাংলা। টানা কয়েক বছর বাংলায় এই প্রকল্পের কাজ কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। তার ফলে এখানকার অতিদরিদ্র লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্দশায় পড়েছেন। তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে গ্রামবাংলার অর্থনীতিতে। সুপ্রিম কোর্টের সোমবারের রায়ের সুবাদে বাংলায় মনরেগার কাজ ফের শুরু হওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, রাজ্যের ২ কোটি জবকার্ডধারী শ্রমিকের হকের পাওনা এখনও বকেয়া পড়ে আছে। ওই বিপুল অর্থও আদায় হওয়া জরুরি। এই লক্ষ্যে মঙ্গলবারই বাংলার মাটি থেকে শুরু হয়েছে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যুগপৎ জারি করা হয়েছে রাজনৈতিক ও আইনি লড়াই। বকেয়া টাকার দাবিতে একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নতুন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। পাশাপাশি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায়ের পরও বাংলার প্রান্তিক মানুষের টাকা আটকে রাখা হলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে। ওইসঙ্গে শুরু হবে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন। এবার অন্তত মোদি সরকারের বিবেক জাগ্রত হওয়া দরকার। বাংলায় যাতে অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ শুরু হতে পারে তার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ নিক তারা। মোদি-শাহের কেন্দ্রীয় সরকার যদি ছাব্বিশের ভোটে বঙ্গ বিজেপিকে ‘বলিপ্রদত্ত’ চিহ্নিত করে থাকে তবে তারা যা খুশি করতেই পারে। জুতসই জবাবটা বাংলার মানুষ যথাসময়েই দেবেন।

— দিবাকর মাহাত, ঝাড়গ্রাম

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম সমাসন্ন

বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সকল বাঙালিকে সচেতন করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০ এর নিচে নামিয়ে দিতে জনসাধারণের কাছে আন্তরিক আবেদন করেছেন নেত্রী মমতা ও সেনাপতি অভিষেক। কেন এই লড়াইয়ে সবাইকে শামিল হতে হবে। লিখছেন ফারুক আহমেদ

তৃণমূল ভবনে প্রেস কনফারেন্স করে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদা জাগ্রত আছেন, সেই বার্তা দিলেন মঙ্গলবার দলের সাধারণ সম্পাদক। এসআইআর করে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বকেয়া অর্থ আদায় করতে বদ্ধপরিকর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জুমলা বিজেপি সরকারকে এদিন সমালোচনা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালির মর্যাদার জন্য লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছেন। বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সকল বাঙালিকে সচেতন করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০-এর নিচে নামিয়ে দিতে জনসাধারণের কাছে আন্তরিক আবেদন করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাবিরোধী, ভাষাবিরোধী, জাতিবিরোধী বিজেপির সামনে মাথা নত করবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা জানি বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ। তাঁরা জানেন বৈচিত্র্যময় ভারত হল নানা ভাষার ও নানা জাতের মানুষের মিলনক্ষেত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দেশ হল ভারত। মিশ্র সংস্কৃতি আমাদের অর্জিত বৈভব, তা আমরা কখনওই নষ্ট হতে দেব না। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী-সমর্থক ও নেতৃবৃন্দ— আমার গর্ব; তাঁদের প্রতি আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা কখনও বাংলাবিরোধী, ভাষাবিরোধী, জাতিবিরোধী বিজেপির সামনে মাথা নত করব না। আমাদের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হবে অগণতান্ত্রিক এবং জনবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। আমাদের মহারণ থামবে না, যতক্ষণ না বাংলার মানুষ সুখে জীবনযাপন করছে। আমরা থামব না, যতক্ষণ না বাংলার উপর নির্যাতন, নিপীড়ন সম্পূর্ণ বন্ধ হচ্ছে। আমরা সকল ভাষার সম্মান এবং শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষার প্রতি অসম্মান এবং বাংলাভাষী মানুষের উপর যে নিপীড়ন চলছে, তা আমরা মেনে নেব না। বাংলা ভাষার সম্মানরক্ষার্থে; ভাষা আন্দোলন শুরু হবে সমগ্র বাংলা জুড়ে। আমরা ওইসব স্বৈরশাসক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করব; যারা মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে পবিত্র ধর্মকে বিকৃত করে। বাংলার প্রতি লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়নের সাক্ষী থেকেছে বাংলার মানুষ, তা এবার গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ফেরত দেওয়ার সময় এসেছে। শান্তি ও ঐক্যের মেলবন্ধনে আবদ্ধ এই বাংলা যেভাবে আগেও অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করেছে, আমার বিশ্বাস ছাব্বিশের নির্বাচনে বাংলার মানুষ বাংলাবিরোধীদের বিতাড়িত করবে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই বাংলা থেকে। জয় হিন্দ!

কহাবত রয়েছে বিশেষ ধর্মাবলম্বী একটি জাতিসত্তাকে ‘অ্যানিহিলেট’ করার জন্য একদা গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে গণহত্যার আয়োজন করেছিলেন সে বাবদে তৎকালীন সিভিলিয়ান হর্ষ মান্দার ইংরেজি ভাষায় একটি লোমহর্ষক ‘কেতাব’, লিখেছিলেন, সেটির নাম ‘Partition of the Heart. Unmaking the Idea of India’. সেই থেকে হৃদয়কে ভাঙচুর করেই চলেছে।

সাদিয়োঁ কাল থেকে ‘হিন্দুস্তান’-এ বহমান ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ আর ঐক্যবদ্ধকে তছনছ করে ধর্মীয় উন্মাদনার এক লজ্জাজনক অধ্যায় তৈরি হয়। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে দেশ এক অদ্ভুত আঁধারের সামনে এসে পড়েছে।

২০২১-এর নির্বাচনে এমনভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে সমাজজীবনে জারিত করেছে যে, ঘৃণার এক অদৃষ্টপূর্ব আর ভয়ানক লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি ভাষাকে কেন্দ্র করে এক জাতি, এক ভাষা আর সনাতন ধর্মশ্রেয়ী সাম্প্রদায়িকতাবাদে আচ্ছন্ন ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে উদ্যত। এমন এক ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের প্রচেষ্টা করছে, যাতে হিন্দি বলয়ের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের আধিপত্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়।

বহুতর অঙ্গরাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ উন্নততর শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সেই ‘কৃষ্টি’কে লুপ্ত করতে উদ্যত কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীকে যুযুধান দু’পক্ষে রূপান্তরিত করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত। এই অপপ্রয়াস রুখতে বাঙালির মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে সকল বাঙালিকে জেগে উঠতে হবে।

পশ্চিমবাংলার অখণ্ড হিন্দু-মুসলিম বাঙালি জাতিসত্তার এমন দুর্যোগের দিনে অভিনব চিন্তা-চর্চা সমন্বিত আলোচনাগুলো বাঙালি মননকে অতুল্য এক ঝাঁকুনি দিয়ে যাবে।

ইতিহাস বলে, বিজেপি’র মূল চালিকাশক্তি আরএসএস ও তার তৎকালীন দোসর হিন্দু মহাসভা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি। বরং ইংরেজদের পক্ষেই ছিল তারা। শুধু তাই নয়, দেশভাগের মূলে প্রকৃতপক্ষে ওই দুই সংগঠনের নেতাদের ভূমিকাই ছিল আসল। অথচ, সেই আরএসএস-জাত বিজেপি’র অধুনা নেতারা দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে কী না করছেন! বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ’র শাসনে ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, তীব্র বেকারত্ব ও ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির জোড়া ধাক্কায় দেশবাসীর নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়েছে। সাধারণ মানুষকে দেওয়া প্রায় কোনও প্রতিশ্রুতিই পালন করতে পারছেন না মোদি ও তাঁর দোসররা।

এই ব্যর্থতা থেকে নজর ঘুরিয়ে দিতে ধর্মকে হাতিয়ার করছেন গেরুয়া নেতারা। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীকে বিভক্ত করে নিজেদের আসন নির্বিঘ্ন রাখতে মরিয়া তাঁরা। সেই পরিকল্পনার আরও একটি অংশ হল বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নেওয়া। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের স্বপ্নে বিভোর তাঁরা। ওই স্বপ্ন সফল করতে এখন হাত বাড়িয়েছেন গোটা দেশের দিকে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দখল নিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

গেরুয়া শিবিরের ওই অন্যায় আগ্রাসনকে রুখে দিতে বাংলার বহু সচেতন ব্যক্তিত্ব জোরদার লড়াই করছেন। লড়ছেন বহু সাধারণ মানুষও। বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে তাঁদের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাই আমরা। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ভারতের শুভবুদ্ধির মানুষেরা এগিয়ে আসছেন। আমরা যেন কখনওই ভুলে না যাই, মিশ্র সংস্কৃতিই আমাদের অর্জিত বৈভব, তা আমরা রক্ষা করবই।

মানবিক চিন্তাচর্চায় যথার্থ আগ্রহী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মেধাজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তক, সর্বোপরি আমজনতার সচেতন অংশটি গেরুয়া শাসনের প্রশাসনিক বদমায়েশি সম্পর্কে নিরন্তর প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের একটি অংশ, যারা আজও উটপাখির মতো মরুবালিতে মুখ গুঁজে উপেক্ষিত অংশের জাগরণকে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত, তাদের বোধোদয় হবে এমন প্রত্যাশা করা যায়। ভারতের ঐতিহ্যের, পরম্পরার এবং সংহতির ঘোর বিরোধী গেরুয়া শাসনের অবসান ঘটাতে এগিয়ে আসছেন সচেতন দেশবাসী। সীমাহীন রাজকীয় ক্ষমতানির্ভর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘাড়ে-গর্দানে এক-হয়ে-যাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের রাজাবাবুরা এতদিন যে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও দলিত সম্প্রদায়ের উপস্থিতিকেই স্বীকার করত না, আজ তারাই বেমক্কা নির্লজ্জভাবে ছুটে যাচ্ছেন প্রান্তিকের কাছে ভোট ভিক্ষা চাইতে। বাঙালি জবাব দিতে তৈরি হয়েছেন ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট বলেছেন প্রেস কনফারেন্সে। বাঙালির মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে তিনি সদা জাগ্রত আছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ শরৎ বোস রোডে একটি স্কুটির শোরুমে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের একটি ইঞ্জিন

কৃষককে নারকীয় হত্যা বিজেপির প্রতিবাদে ধিক্কারসভা তৃণমূলের

প্রতিবেদন : ডাবল ইঞ্জিন রাজ্য মধ্যপ্রদেশে বিজেপি নেতার বর্বরোচিত কুকীর্তি! জমি না দেওয়ায় এক কৃষককে গাড়ি চাপা দিয়ে ‘খুন’-এর ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ধর্মতলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা পূর্ণেন্দু বসুর নেতৃত্বে ধিক্কার সভায় প্রতিবাদে সরব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ কিষাণ খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিবাদ-মঞ্চ থেকে সকলে একসুরে বিজেপি সরকারকে কৃষকবিরোধী, জনবিরোধী বলে আক্রমণ করেন। পূর্ণেন্দু বসুর নেতৃত্বে এদিনের ধিক্কার সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য, বর্ণালি মুখোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

■ পশ্চিমবঙ্গ কিষাণ ও খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত প্রতিবাদসভায় বক্তা সাংসদ দোলা সেন। রয়েছেন পূর্ণেন্দু বসু, জয়প্রকাশ মজুমদার, শ্রীকান্ত মাহাতো।

পূর্ণেন্দু বসু এদিন বলেন, ২৬ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ফতেগড় এলাকায় কৃষক রামস্বরূপকে হত্যা করা হয়েছে। কারণ, তিনি তাঁর জমি জোর করে কম দামে বিক্রি করতে রাজি হননি। অভিযুক্ত বিজেপি নেতা মহেন্দ্র নাগর গাড়ি চালিয়ে তাঁকে পিষে দেন। বিজেপি রাজ্যগুলিতে প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় একজন কৃষক আত্মহত্যা করেন। কিন্তু বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে আজ পর্যন্ত কোনও কৃষক আত্মহত্যা করেননি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময় জমি আন্দোলনের মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আজও সেই লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে, সাংসদ দোলা সেন কেন্দ্র সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, এই দেশে এখন মোদি রাজত্ব চলছে যেখানে হত্যাকারীরা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। ‘মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়’— এই স্লোগানের আড়ালে চলছে হত্যা ও অত্যাচার। কিন্তু মানুষ বেশিদিন এই অত্যাচার মানবে না। ইতিমধ্যেই মানুষ বিজেপিকে ৩০৩ থেকে ২৪০-এ নামিয়েছে, এবার ১৫০-এর নিচে নামাবে। কারণ গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে। পাশাপাশি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, দেশ জুড়ে এখন এসআইআরের নামে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। কৃষক, সাধারণ মানুষ কেউই নিরাপদ নয়। কিন্তু মানুষ জানে কীভাবে প্রতিবাদ করতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় মানুষের পাশে আছেন, থাকবেনও। আবার মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর কথায়, বিজেপি এখন হত্যালীলার রাজনীতি করছে। ব্রিটিশদের মতো দমননীতি চলছে, এর বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে। আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে একত্রিত করে প্রতিবাদ সংগঠিত করব। একই সঙ্গে, সাংবাদিক-সমাজকর্মী সুমন ভট্টাচার্য জানান, আজকের ভারতে কেউই নিরাপদ নয়। বিশেষ করে কৃষকেরা। মধ্যপ্রদেশে আমরা দেখলাম, এক বিজেপি নেতা কীভাবে এক কৃষককে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করলেন! এ কেমন রাজত্ব? এ কেমন ‘ডবল ইঞ্জিন সরকার’? বর্বরতার চূড়ান্ত উদাহরণ!

খুশির হাওয়া টলিপাড়ায়

৩৩ শতাংশ পারিশ্রমিক বাড়ল কলাকুশলীদের

প্রতিবেদন : উৎসবের মরশুমে খুশির হাওয়া টলিপাড়ায়। বাড়ল বাংলা বিনোদন জগতের টেকনিশিয়ানদের পারিশ্রমিক! একইসঙ্গে কমানো হয়েছে কাজের সময়সীমাও। দীর্ঘ আলোচনার পর ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইম্পা) ও ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স যৌথভাবে ঘোষণা করল, এবার থেকে টলিপাড়ার টেকনিশিয়ানদের পারিশ্রমিক ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা হল। কাজের সময়সীমাও কুড়ি ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ১৮ ঘণ্টা করা হয়েছে। টেকনিশিয়ানদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে তাঁদের পারিশ্রমিক ৩৩ শতাংশ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ছোট প্রযোজনা সংস্থা ও স্বাধীন পরিচালকেরা যাতে বেশি করে কাজ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে তাদের ন্যূনতম বাজেট ৩০ লক্ষ থেকে কমিয়ে ২৫ লক্ষ করা হয়েছে।

দুর্বল মন্থা ভেজাবে রাজ্যকে

প্রতিবেদন : শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। কিন্তু দুর্বল হলেও এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলতে থাকবে বাংলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল জগদ্ধাত্রী পুজোয় বৃষ্টি হবে। সেই পূর্বাভাস মিলিয়ে দিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশ কালো করে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় মুষলধারে বৃষ্টি নামে। সঙ্গে বইতে থাকে ঝড়ো হাওয়া। মন্থা স্থলভাগের উপর দিয়ে দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের দিকে এগিয়ে আরও দুর্বল হলেও, শনিবার পর্যন্ত এই নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। কলকাতাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। মেঘলা আকাশের কারণে আপাতত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কম থাকবে। বৃষ্টি কমে গেলে তাপমাত্রা আবার বাড়বে। রবিবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আবার শুকনো হবে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয় উত্তরবঙ্গে নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টিপাত চলবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং-সহ উত্তরের কয়েকটি জেলায় অতি-ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে।

■ উলুবেড়িয়ার ধূলাসিমলা টিম অফ স্পোর্টসের ২১তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যেরা।

■ অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে ইমাম সম্মেলন ও ইমাম-মোয়াজ্জিন রত্ন সম্মাননা ২০২৫ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা, অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ বাকিবিল্লাহ মোল্লা-সহ বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ।

ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে সাগরে তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মশালা

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : এখন পাখির চোখ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন তাই তার আগে দলকে আরও শক্তিশালী করতে রাজনৈতিক কর্মশালার আয়োজন করা হল গঙ্গাসাগরের কমলপুর ছবি মহলে সাগর ব্লকে।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই কর্মশালায় তৃণমূল নেতৃত্বের মুখে শোনা গেল বাংলা-বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের বার্তা। কর্মশালায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এছাড়াও ব্লকের পঞ্চায়েত স্তরের সকল নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত থেকে কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি মত-বিনিময় করেন এবং নির্বাচনী কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। এদিনের সভার মূল সুর ছিল ‘বাংলা বিরোধী’ এবং ‘সাম্প্রদায়িক’ শক্তি হিসেবে পরিচিত বিজেপির ‘মিথ্যা ও অপপ্রচার’-এর মোকাবিলা করা। বক্তারা বলেন বিজেপি এসআইআরের মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের ‘চক্রান্ত’ করছে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, এই ধরনের ‘চক্রান্তের’ বিরুদ্ধে তৃণমূলকে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিজেপি মিথ্যা প্রচার ছড়িয়ে বাংলার সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছে। আমাদের কর্মীদের এই অপপ্রচারের মোকাবিলা করতে হবে এবং প্রতিটি বৈধ ভোটারের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। সাংসদ বাপি হালদার তৃণমূলের বুথ ও অঞ্চল স্তরের কর্মীদেরকে নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই কোমর বেঁধে নামার নির্দেশ দেন।

■ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সাংসদ বাপি হালদার।

খুনের অভিযোগ দায়ের

প্রতিবেদন : আরজি কর-কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রাইয়ের নাবালিকা ভাগ্নির রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এবার সঞ্জয়ের দিদি ও জামাইবাবুর বিরুদ্ধে দায়ের হল খুনের মামলা। নিজের ছেলে ভোলা সিং ও পুত্রবধূ পূজা সিংয়ের বিরুদ্ধে আলিপুর থানায় নাতনিকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন নাবালিকার ঠাকুমা প্রতিমা সিং। তাঁর অভিযোগ, নাতনি প্রায়ই তাঁর কাছে লুকিয়ে বাবা ও সৎ মায়ের বিরুদ্ধে মারধরের নালিশ করত। এমনকী, কালীপুজো ও দীপাবলির আগে মেয়েকে বেল্ট দিয়ে পিটিয়েছিলেন বাবা। সৎ মা ও বাবার অত্যাচারেই নাতনির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ঠাকুমার। এদিকে, ভোলা ও পূজার বিরুদ্ধে তাঁদের মেয়েকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন আলিপুরের বিদ্যাসাগর কলোনির কয়েকজন বাসিন্দাও। পুলিশ সূত্রে খবর, খুনের অভিযোগ দায়ের হওয়ায় গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত হবে।

দায়িত্বে বন্দনা

প্রতিবেদন : হাওড়া পুরসভার অস্থায়ী প্রশাসনিক দায়িত্ব পেলেন পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়াল। সম্প্রতি পুর প্রশাসকের পদে ইস্তফা দেন সুজয় চক্রবর্তী। চার বছরের বেশি সময় এই পদে ছিলেন সুজয়। তাই সুজয়ের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় আপাতত পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়ালের ওপরই আস্থা রাখল রাজ্য সরকার।

বহিষ্কৃত কর্মী

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হল রামপুরহাট পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও রামপুরহাট শহর তৃণমূল সভাপতি প্রিয়নাথ সাউকে। তাঁর বিরুদ্ধে এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত। সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলকাতার প্রথম কিউট জগদ্ধাত্রী পুজো। পরিচালনায় অতুল সুর রোড পল্লিবাসীবৃন্দ। এবছর তাদের পুজো ১৬তম বর্ষে পা দিল

গরুমারা, চাপরামারি সংলগ্ন ইকো সেনসিটিভ জোন রক্ষায় পদক্ষেপ

প্রতিবেদন : গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও চাপরামারি অভয়ারণ্যকে নিয়ে ঘোষিত পরিবেশ সংবেদনশীল এলাকা বা ইকো সেনসিটিভ জোন রক্ষায় বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই কমিটি কাজ করবে। ওই কমিটির অনুমোদন ছাড়া ওই এলাকায় কোনও কাজই হবে না বলে সরকারি স্তরে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান হবেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক। গরুমারা ও চাপরামারি, উভয় ক্ষেত্রেই কমিটি চূড়ান্ত হওয়ার পর এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং কার্যকলাপ মূল্যায়নের কাজ দ্রুত শুরু হবে।

কেন্দ্রের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের গত বছরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গরুমারাকে ঘিরে ২৭৮ বর্গ কিমি এলাকা এবং চাপরামারি অভয়ারণ্য সংলগ্ন ৯.৬ বর্গ কিমি পরিসরকে ইএসজেড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই এলাকায় পর্যটন প্রকল্প, খনন, পাথর ভাঙা, বনচ্ছেদন এবং নদী দূষণের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। চাপরামারি ইএসজেড মনিটরিং কমিটিতে কৃষি, আবাসন, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ এবং পূর্ত দফতরের পদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি থাকছেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পরিবেশ সংস্থা তিস্তা ট্রাস্ট, জীববৈচিত্র্য বিশেষজ্ঞ দীপর্ণা দত্ত, সৌমেন্দ্রনাথ ঘোষ (জীববৈচিত্র্য পর্ষদ) এবং গরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশনের এডিএফও রাজীব দে। গরুমারা কমিটিতেও রয়েছে সমমানের প্রতিনিধি দল। রয়েছেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ অনিমেষ বোস।

সাম্প্রতিক কালে গজিয়ে ওঠা একাধিক রিসর্ট বিশেষত গরুমারার অভয়ারণ্য ঘিরে জটিলতা বাড়িয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় সেগুলির অবস্থান বন্যপ্রাণীদের প্রাকৃতিক যাতায়াতের পথের কাছাকাছি। বিষয়টি ঘিরে দুশ্চিন্তায় পর্যটন মহল। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিবেন্দু দেব বলেন, আমরা উদ্বিগ্ন। সবাই এখন কমিটির সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নই লক্ষ্য দায়িত্ব নিয়েই জানালেন আশুতোষ

প্রতিবেদন : আমি কোনও এক পক্ষের হয়ে অন্য পক্ষের সঙ্গে সংঘাতে যাব না। উভয় পক্ষকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করব। বৃহস্পতিবার কাজে যোগ দিয়েই সব জানিয়ে দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ। কোনওরকম রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে না গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন এবং স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়টি তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পাবে বলে এদিন জানান তিনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ছাড়পত্র দিয়েছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই মতো বুধবার নিয়োগপত্র পেয়ে বৃহস্পতিবার সর্বপ্রথম স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে কাজে যোগ দিলেন তিনি। প্রায় তিন বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য পেল। প্রসঙ্গত, ২০১৬-১৭ সালে অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে এই আশুতোষ ঘোষই দায়িত্ব সামলেছিলেন।

এদিন দায়িত্ব নিয়ে উপাচার্য বলেন, গত কয়েক বছরে স্থায়ী উপাচার্য না-থাকায় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ-সহ নানা বিষয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাই আগে সেই সমস্যার সমাধান করতে চান তিনি। তিনি জানান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে নতুন নতুন কোর্স চালু করার কথাও ভাবা হচ্ছে। পড়ুয়াদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজমুখী করাই এর লক্ষ্য।

■ দায়িত্ব নেওয়ার পর উপাচার্য আশুতোষ ঘোষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি। বৃহস্পতিবার।

বিএলও : মুখ পুড়ল কমিশনের

প্রতিবেদন : রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশের অসহযোগিতার অভিযোগ ধোপে টিকল না। এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমের একাংশের অপপ্রচারের জাল ছিন্ন করে ১০০ শতাংশ কর্মী নির্বাচন কমিশনের ডিউটিতে যোগ দিয়েছেন। মুখ পুড়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের কর্তাদেরও। বুথ স্তরের আধিকারিকদের একাংশের নানা কারণে এপর্যন্ত ডিউটিতে যোগ না দেওয়াকে হাতিয়ার করে এসআইআর প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সার্বিক অসহযোগিতার অভিযোগ তোলার রাজনৈতিক কুনাট্যর পটভূমি প্রস্তুত করা হচ্ছিল। একশো শতাংশ কর্মী কাজে যোগ দেওয়ায় তাতে যবনিকা পড়েছে।

জানা গেছে, গত প্রায় সাতমাস ধরে রাজ্যে বিএলও নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু অনেক জেলাতেই সব বিএলওরা কাজে যোগ দেননি। সে-কারণে ধাপে ধাপে হাজারখানেক বুথ লেভেল অফিসারকে কারণ দর্শানোর চিঠি ধরানো হয়। বিজেপির চাপে কমিশন কর্তাদের একাংশ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সমস্ত বিএলও কাজে যোগ দিয়েছেন। বুধবার কমিশনের দিল্লির কর্তাদের সঙ্গে রাজ্য ও জেলাস্তরের কর্তাদের বৈঠকে উঠে আসে রাজ্যের ৮০ হাজারের বেশি বুথের মধ্যে মাত্র ১৪৩ টি বুথে বিএলওরা কাজে যোগ দেননি। এই বিষয়টিকে সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরে হইচই বাধানোর চেষ্টা করা হয়। ভাসিয়ে দেওয়া হয় ওই সব কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। তার পরেই রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরের তৎপরতা শুরু হয়। এদিন সকালেই একাধিক জেলার জেলাশাসকদের তরফে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয় তাঁদের জেলায় যেসব মুষ্টিমেয় কর্মীরা নানা কারণে কাজে যোগ দিতে পারেননি তাঁরা ইতিমধ্যেই কাজে যোগ দিয়েছেন।

এই বিষয়টি খুব সাধারণ হলেও এই নিয়ে এত হইচই হওয়াকেই অস্বাভাবিক বলে মনে করছেন নির্বাচনের কাজে পোড়খাওয়া আমলাদের একাংশ। তাদের মতে নানা স্তরের রাজ্য সরকারি কর্মীরাই ভোট সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করেন। কেউ ব্যক্তিগত কারণে কেউ অসুস্থতার জন্য কাজে যোগ দিতে পারেন না বা অব্যাহতির আবেদন জানান। অনেক সময় তাঁরা যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত থাকেন তা ছেড়ে ভোটের দ্বায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই দুই বা তিন শতাংশ কর্মী কাজে যোগ দিতে না পারা বা অব্যাহতি চাওয়া এটা নিয়মিত এবং স্বাভাবিক ঘটনা বলে তাঁরা মনে করেন। এদিকে এবার এসআইআর পর্বে কমিশন যাঁদের বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেছে তাঁদের সিংহভাগই স্কুল শিক্ষক। একের পর এক মামলার জেরে রাজ্যে বহু শিক্ষক পদ শূন্য। ফলে তাঁদের ভোটার কার্ড সংশোধনের কাজে লাগালে বহু স্কুলে পঠনপাঠন চালিয়ে যাওয়া সমস্যা হবে। তা সত্ত্বেও কমিশনের সঙ্গে সবরকম সহায়তা করার পথেই হাঁটছে রাজ্য। একশো শতাংশ কর্মী কাজে যোগ দেওয়াই তার প্রমাণ।

■ উত্তর হাওড়ার ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট ক্লাবের ৪৮তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, ক্লাব সম্পাদক অনুপ চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

■ বেলেঘাটা গুঁড়া ক্রস লেন পল্লিবাসীবৃন্দের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।

■ বালির বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো।

■ সিঙ্গুর রতনপুর উদয় সংঘের ৫১তম বর্ষে জগদ্ধাত্রী পুজোয় কুমারী পুজো করলেন মন্ত্রী ও সংঘের সভাপতি বেচারাম মান্না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ও মণ্ডপের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন।

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নবনিযুক্ত জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়। রয়েছেন সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, সহ-সভাধিপতি সীমন্তকুমার মালি, অধ্যক্ষ মুজিবর রহমান মোল্লা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন পাল, কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র-সহ অন্যরা।

■ বিজেপির অপপ্রচার এবং এসআইআর করে বৈধ ভোটারদের অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনের লক্ষ্যে কর্মী সম্মেলন। কুলতলিতে আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গির খান, বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল, ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব-সহ কর্মী-সমর্থকরা।

আনন্দভ্রমণ পরিণত হল মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। দিদার বাড়িতে ঘুরতে গিয়ে প্রাণ গেল ৬ বছরের ইসরাত সুলতানার। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার গঙ্গাপ্রসাদ অঞ্চলের বটতলা গ্রামে

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত বিজেপি নেতা

● আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ ও মারধর করার অভিযোগে মহেন্দ্র চৌধুরী নামে এক বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা থানার একটি চা-বাগানে। মারধর ও যৌননির্যাতনের ফলে ওই তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাঁকে যশোডাঙা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই তরুণীকে সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। অভিযোগ বুধবার রাতে শৌচাগার থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢোকার সময় অভিযুক্ত ওই বিজেপি নেতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণীর ওপর। তরুণী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই তরুণীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় ওই নেতাকে। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সর্বদলীয় বৈঠক

● এসআইআর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে বৃহস্পতিবার। কোচবিহারের জেলাশাসকের দফতরে এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্রা এসআইআর প্রসঙ্গে এদিন আলোচনা করেন। এসআইআর নিয়ে কী গাইডলাইন আছে তা সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সামনে তুলে ধরা হয় এদিন।

সোনার বিস্কুট উদ্ধার

● সন্দেহজনক ৬টি সোনার বিস্কুট এবং ২টি সোনার টুকরো-সহ একজনকে গ্রেফতার করল ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স মোজাফফর হোসেন নামে কোচবিহারের শীতলকুচির এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ এন্টেলিজেন্স সূত্র-এ জানা গিয়েছে উদ্ধার হওয়া সন্দেহজনক ওই সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা এবং ৬টি বিস্কুট এবং ২ সোনার টুকরো যার ওজন প্রায় ৮১২ গ্রাম। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। পরে জামিন মঞ্জুর হয়েছে।

পাহাড়ের অর্থনীতিতে ক্রমশ গুরুত্ব বাড়ছে দার্জিলিংয়ের সরস মেলার

সংবাদদাতা, দার্জিলিঙ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই দার্জিলিঙের ম্যালে প্রথম বসে সরস মেলা। গতবছরই এই মেলার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পীদের একত্রিত করে বসেছে মেলা। এবার স্টলের সংখ্যা অনেক বেশি। ১৩৬টি স্টল রয়েছে। প্রতিটি স্টলেই নজরকাড়া পশরা সাজিয়েছেন হস্তশিল্পীরা। বুধবার উদ্বোধনের দিন থেকেই মেলায় রেকর্ড ভিড়। সঙ্গে জমিয়ে চলছে কেনাকাটাও। উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। স্টল ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। বিক্রি ভাল হওয়ার কারণে খুশি দোকানিরা। তাঁরা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পাহাড় শুরু হয়েছে সরস মেলা। গতবছর থেকেই নিজেদের হাতের তৈরি পশরা নিয়ে আসছেন মেলায়। এবারে মেলা আরও জমজমাট— হাসিমুখে জানাচ্ছেন হস্তশিল্পীরা। প্রচুর বিক্রির কারণে হচ্ছে লাভও। মেলার টানেই আসছেন পর্যটকেরা। ফলে পাহাড়ের অর্থনীতি আরও চাঙ্গা করতেও এই মেলা ছাপ ফেলছে। উল্লেখ্য, গতবছর এই মেলা থেকে সাড়ে সাত কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল। যা পাহাড়ের অর্থনীতির ক্ষেত্রে খুবই ভাল। এবারের মেলা আরও জমজমাট হওয়ায় ব্যবসা আরও বেশি। শয়ে শয়ে স্থানীয় ও পর্যটকেরা আসছেন। মেলা মূলত ১০ থেকে ১২ দিন চলে। প্রথম দিনেই রেকর্ড ব্যবসা হওয়ায় আরও আশা দেখছেন দোকানিরা। বিক্রি আরও বাড়বে বলেই আশা রাখছেন তাঁরা। ক্রেতার ভিড় সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন হস্তশিল্পীরা। আর ক্রেতাদের হাতে জিনিস তুলে দিতে দিতেই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তাঁরা। বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই হাসছে গোটা বাংলা। হাসছে পাহাড়। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে মেলাগুলি থেকে বেশ লাভ হচ্ছে।

- **এবারে স্টলের সংখ্যা ১৩৬**
- **৬টি জেলা থেকে এসেছেন হস্তশিল্পীরা**
- **উদ্বোধনের দিন থেকেই রেকর্ড ভিড়**
- **দেশ-বিদেশের পর্যটকেদের আকর্ষণ মেলা**

■ মেলায় ভিড় স্থানীয় ও পর্যটকদের।

চা-বাগানে উদ্ধার চিতাবাঘের দেহ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : চা-বাগানে উদ্ধার পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে গয়েরকাটা চা-বাগানের হিন্দুপাড়া ডিভিশনের ২১ নম্বর সেকশনে বাগান শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখতে পান, ঝোপের ভেতর পড়ে রয়েছে এক চিতাবাঘের দেহ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরা ও বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের দল। বনকর্মীদের তৎপরতায় চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। বনদফতরের প্রাথমিক অনুমান, চিতাবাঘটির মৃত্যু স্বাভাবিক নাও হতে পারে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ইতিমধ্যেই বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। বন আধিকারিক চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, কীভাবে মৃত্যু হল চিতাবাঘটির তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান এলাকা দখলের লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে চিতাবাঘটির।

কুলিক পাখিরালয়ে পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : কুলিক পাখিরালয়ে বৃদ্ধি পেল পাখির সংখ্যা। প্রতিবছরই মে মাসের শেষের দিকে পরিযায়ী পাখিরা এসে বসতি গড়ে এই স্থানে। নাইট হেরেন, ওপেন বিল স্টক, কর্মরেন্ট ও ইগ্রেট এই ৪ প্রজাতির পাখির কলতানে মুখরিত হয়ে ওঠে কুলিক পাখিরালয়। প্রায় ৬-৭ মাস এখানে প্রজনন থেকে শুরু করে শাবকদের লালন পালনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পাখিরা। তারপর নভেম্বর-ডিসেম্বরে তারা পাড়ি জমায় ভিনদেশে। দীর্ঘবছর ধরে এই নিয়মেই আসা-যাওয়া চলতে থাকে পরিযায়ী পাখিদের। ২০২৪ সালে তুলনামূলকভাবে কুলিক পাখিরালয়ে বেড়েছিল পাখির সংখ্যা। এবছরের পাখির সংখ্যা ওপেন বিল স্টক ৬৯,৫৫৮, নাইট হেরেন ৩,৫৫৭, ইগ্রেট ১৫,৪৮৬, কর্মরেন্ট ৯,৯৫১, গ্লসি আইবিস ১,৫০৬, মোট ১,০০,০৫৮।

অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প থেকে উদ্ধার ১৬২ পর্বতারোহী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে আটকে পড়া মোট ১৬২ জন পর্যটককে উদ্ধার করল বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর। গত কয়েকদিন ধরে তীব্র তুষারপাত এবং খারাপ আবহাওয়ায় বন্দি ম্যাগদি জেলার অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে বহু দেশি ও বিদেশি পর্বতারোহী। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের উদ্যোগে হেলিকপ্টারের সাহায্যে পর্যটকদের একে একে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়। অভিযান চলাকালীন প্রবল তুষারপাতের কারণে হেলিপ্যাডে বরফ জমে যাওয়ায় উদ্ধারকার্য ব্যাহত হচ্ছিল। সেই বরফ সরাতে তৎপর ভূমিকা নেন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। বরফ পরিষ্কার করে হেলিকপ্টার অবতরণের পথ সুগম করেন, ফলে উদ্ধার অভিযান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সূত্রের খবর, উদ্ধার হওয়া অধিকাংশ পর্যটক শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন। তবে কয়েকজন ক্লান্তি ও ঠান্ডাজনিত কারণে সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জলঢাকা নদীর বাঁধ মেরামতি মন্থার সতর্কতায় চলছে মাইকিং

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : গত ৫ অক্টোবর জলঢাকা নদীর জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত হয়েছিল ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটোর বাড়ি ও তারার বাড়ি এলাকা। ভেঙে গিয়েছিল নদীর বাঁধ, ভেসে গিয়েছিল অসংখ্য ঘরবাড়ি। তখনই দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণশিবির গড়ে তোলে রাজ্য সরকার। খাবার, চিকিৎসা থেকে শুরু করে থাকার জায়গা সবই পৌঁছে যায় মানুষের কাছে। এবার নতুন করে চিন্তা ঘনীভূত করছে ঘূর্ণিঝড় মন্থার। আবহাওয়া দফতর ৩১ অক্টোবর, শুক্রবার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকা ও পাহাড়ে অতি-ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে হাওয়া অফিস। সতর্ক রাজ্য প্রশাসন। হাওয়া অফিসের বার্তা পাওয়ামাত্রই মাইকিং শুরু হয়েছে বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকায়। জলঢাকা নদীর পাড়ে সেচ দফতর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধ নির্মাণে নেমেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির বাড়িঘর মেরামতির কাজে যোগ দিয়েছে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। অনেকে ইতিমধ্যেই উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, সবরকম পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত প্রশাসন। মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে, সাহায্য করতে প্রস্তুত সরকার। সেচদফতরের আধিকারিক দেবাশিস মুনশি জানান, প্রশাসনের নির্দেশে বাঁধ নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করা হচ্ছে। বড় পাথর বসিয়ে মজবুত বাঁধ তৈরি হচ্ছে।

■ তৎপরতার সঙ্গে চলছে বাঁধের কাজ।

৪ ছিনতাইকারী ধৃত

সংবাদদাতা, মালদহ : বৃহস্পতিবার জাতীয় সড়কের বাইপাস সংলগ্ন রশিলাদহ বাগানপাড়ায় অভিযান চালিয়ে চার দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতরা হল বিজয় কর্মকার, সুজিত কর্মকার, রনি দাস ও জিৎ ঘোষ— সকলেই পুরাতন মালদহের সাহাপুর বাগানপাড়ার বাসিন্দা। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ আচমকা অভিযান চালায়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
31 October, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

■ ঝাড়গ্রামের নতুন জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর। বৃহস্পতিবার অরণ্যসুন্দরীতে এসে তিনি যোগদান করলেন। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানালেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি।

পুজোয় দান

■ বরাগনগর পুরসভার ৩৩ নং ওয়ার্ডের বি কে মৈত্র রোড ও সন্নিহিত অঞ্চলের পল্লিবাসীবৃন্দ আয়োজিত জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন মুখ্য সংগঠক কাউন্সিলর অমর পাল। এই পুজো উপলক্ষে অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া নাগরিককে নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়।

মৃত্যু মহিলার

সংবাদদাতা, ভূপতিনগর : বাড়িতে কাজের সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। বৃহস্পতিবার সকালে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগর থানার কায়েমগেড়িয়ায়। মৃত মহিলার নাম কাজলবালা আড়ুই (৬২)। সকালে তিনি বাড়ির কাজকর্ম করছিলেন। ঠিক সেই সময় ইলেকট্রিক বোর্ডে হাত দিতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পরে কাঁথি মহকুমা আদালতে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন ভূপতিনগর থানার ওসি মহম্মদ মহিউদ্দিন।

সোনা পাচারকারী ধৃত

■ সোনাপাচার রোধে বড় সাফল্য জলঙ্গি থানার পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ধরে ফেলেছে একজনকে। বৃহস্পতিবার সকালে, মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার দক্ষিণ ঘোষপাড়ায়। নাম সাকিল আহমেদ। বয়স ২৮ বছর, বাড়ি জয়কৃষ্ণপুরে। এসডিপিও শুভম বাজাজ জানান, ধৃতের কাছ থেকে দু'টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। ওজন ২৫০ গ্রাম ৬৪০ মিলিগ্রাম।

পুর বোর্ডের মিটিংয়ে পুজোয় কর্মীদের প্রশংসা করলেন মেয়র

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোল পুরনিগমে মাসিক বোর্ড মিটিং সম্পন্ন হল বৃহস্পতিবার। উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মেয়র বিধান উপাধ্যায় সহ পুরসভার কাউন্সিলররা। বোর্ড মিটিংয়ে একাধিক নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র বিধান উপাধ্যায়। পাশাপাশি বিগত দিনগুলোতে দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও ছটপুজোতে পুরকর্মীরা ভাল কাজ করেছেন বলে জানিয়েছেন মেয়র। পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আসানসোলের মহিশিলা, রেলপার, জামুড়িয়ার কিছুটা অংশ ও রানিগঞ্জের কিছুটা অংশে জলের সমস্যা রয়েছে। সেটা কীভাবে মেটানো যায় সেই ব্যাপারেও বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। সব মিলে আগামী দিনের আসানসোল পুরনিগমের বেশ কয়েকটি কাজ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশকর্তার বেফাঁস মন্তব্য পাশে নেই তৃণমূল, প্রশাসনও

সংবাদদাতা, রানাঘাট : শোভাযাত্রায় মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লাল্টু হালদার। রাসের প্রস্তুতি বৈঠকে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন মহিলারা মদ্যপান করে অশালীন আচরণ করেন। এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শুরু হয় বিতর্ক। তবে ওঁর বক্তব্যকে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কোনও দিক থেকেই সমর্থন করা হয়নি। শান্তিপুর কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী বিষয়টি নিয়ে বলেন, এরকম মত একান্তভাবেই যিনি বলেছেন তাঁর, এর সঙ্গে দলের কোনও ব্যাপার নেই। তৃণমূলের প্রধান হলেন একজন মহিলা, তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। তৃণমূল দলেই সবচেয়ে বেশি মহিলা সাংসদ ও বিধায়ক আছেন। তাই মহিলাদের সম্পর্কে তৃণমূল কংগ্রেসের কী ভাবনা এতেই বোঝা যায়। বিক্ষিপ্তভাবে কে কী বলল তাতে কিছু যায় আসে না। এখানে মন্তব্যকারী পুলিশকর্তা, এই বক্তব্যের দায় একান্তই তাঁর। তৃণমূলের রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবাশিস গাঙ্গুলি জানান, বিষয়টি তাঁর পুরোটা জানা নেই। তবে তৃণমূল সবসময় মহিলাদের সম্মান করে। যদি উনি কিছু বলে থাকেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত মত। তা সরকার বা প্রশাসন এবং দলের মত নয়।

মহিষাদল মেতে উঠেছে জগদ্ধাত্রী পুজোতে

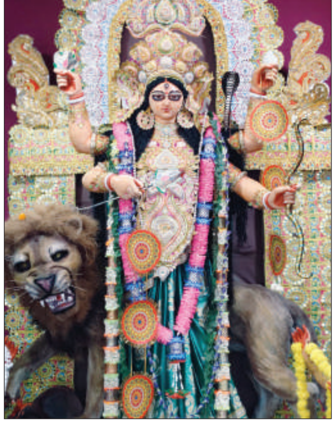

সংবাদদাতা, মহিষাদল : দুর্গাপুজোর পর বাংলার বহু জায়গাতেই সাড়ম্বর জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে থাকে। মহিষাদল গ্রামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুজো জগদ্ধাত্রী। আর তাতেই মেতে ওঠেন গোটা গ্রামের মানুষ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রঙ্গীবসান গ্রামের জগদ্ধাত্রী পুজো ঘিরে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার নবমীতে মানুষের ভিড় ছিল বিশেষ করে চোখে পড়ার মতো। এ বছর এই গ্রামের পুজো ৩২তম বর্ষে পদার্পণ করল। আর তাতে সকাল থেকে মেতে ওঠেন গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা। বিকেল নাগাদ বলি দেখতে দূর-দুরান্ত থেকে মানুষ এসে উপস্থিত হন পুজো প্রাঙ্গণে। এরপর শুক্রবার মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। বর্তমানে এই পুজো যেন শ্রেষ্ঠ উৎসবে পরিণত হয়েছে ওই গ্রামের মানুষের কাছে। স্থানীয় মেগাস্টার ক্লাবের তরফ থেকে প্রতি বছর এই পুজোর আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তারা জানান, আমরা পুজোর পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত রাখি। কয়েকদিন ধরে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। তাতে গোটা গ্রামের মানুষ অংশ নেন।

ডাক্তারি পড়ুয়ার বন্ধুর বিরুদ্ধেই ধর্ষণের অভিযোগ, ২০ দিনে চার্জশিট

প্রতিবেদন : দুর্গাপুরের মেডিক্যাল পড়ুয়া ছাত্রী গণধর্ষণের মামলায় কুড়ি দিন পর বৃহস্পতিবার চার্জশিট জমা পড়ল আদালতে। চার্জশিটে নির্যাতিতার সহপাঠী ওয়াসেফ আলির বিরুদ্ধেই শুধু ধর্ষণের মামলা দেওয়া হয়েছে। ধৃত অপু বাউরি, শেখ নাসিরউদ্দিন ও শেখ ফেরদৌসের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, তোলাবাজি ও ডাকাতির মামলা দেওয়া হয়েছে। বাকি দুই ধৃত শেখ রিয়াজউদ্দিন ও সফিক শেখের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মামলা। দু'মাসের মধ্যেই ট্রায়াল শেষ হয়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি হবে বলে আশা সরকারি কৌঁসুলির।

বাসমালিকদের বিজয়া সম্মিলনী

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম বাসওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান। উৎসবমুখর পরিবেশে জেলা জুড়ে থাকা বাসমালিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সৌহার্দ্যের বার্তা বিনিময় হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলার আরটিএ বোর্ডের সদস্য অনুপ মাহাতো, ঝাড়গ্রাম বাসওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ তিওয়ারি, সহ-সভাপতি শরদিন্দু পাণিগ্রাহী, সম্পাদক দিলীপকুমার পাল, সহকারী সম্পাদক শিশির সুই-সহ সমস্ত বাসমালিকেরা। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বাসমালিকদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে অতিথি ও সদস্যদের সম্মান জানানো হয়। সার্বিকভাবে অনুষ্ঠানে মিলন ও সৌহার্দ্যের আবহ ছড়িয়ে পড়ে।

জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনে বিধায়ক

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকে বুধবার সন্ধ্যায় জোড়া জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন ডেবরা বিধানসভার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর। এদিন সঙ্গে বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে ডেবরার অর্জুনি এলাকায় একটি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির মণ্ডপের ফিতে কেটে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি ডেবরা বাজারে ডেবরা উদয়ন সংঘের দশম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজোরও উদ্বোধন করেন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সঙ্গে ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, আলতাফ আলি, আমেনা বিবি, কর্মাধ্যক্ষ শেখ, সাবির আলি প্রমুখ। উদ্বোধনের পর সবাই উদ্দেশে সম্প্রীতির বার্তা দেন বিধায়ক।

দেশি মদের হোম ডেলিভারি তীব্র প্রতিবাদ সাঁওতালডিহিতে

প্রতিবেদন : ঘরে বসে অর্ডার করলেন, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে দেশি মদের বোতল। ফোন করার মিনিট কুড়ির মধ্যেই হাতে চলে আসছে বোতল। অন্য জিনিসের মতো এভাবেই দেশি মদের হোম ডেলিভারি চলছে সাঁওতালডিহির একাধিক এলাকায়। রাতে দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও চিন্তা নেই, তখনও অনলাইনে অর্ডার নেওয়া হচ্ছে এবং মদ চলে আসছে। এ নিয়ে সরব হলেন সাঁওতালডিহির মহিলারা। অবিলম্বে দেশি মদের এই কারবার বন্ধ করার দাবিতে কাঁকিবাজার এলাকায় রীতিমতো স্লোগান দিয়ে তাঁরা মিছিল করেছেন।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ঘোষপাড়ায় সোনা চোরাচালানকারী সাকিল আহমেদকে পাকড়াও করে জলঙ্গি থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে ২৫০ গ্রাম ৬৪০ মিলি ওজনের দুটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে তৃণমূল পরিচালিত ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগ

লোধাশুলিতে চালু হচ্ছে ২১ লক্ষের হোম-স্টে

প্রতিবেদন : ইদানীং ঝাড়গ্রামে বছরভর পর্যটকদের কমবেশি ভিড় লেগে থাকে। ফলে হোটেল, রিসর্ট, হোম-স্টে বা লজে অনেক সময় রাত্রিবাসের জায়গা মেলে না। এই অবস্থায় ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ইতিমধ্যেই ২১ লক্ষ টাকা খরচে লোধাশুলিতে গেস্ট হাউস তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এবার তা দ্রুত চালু করার চেষ্টা চলছে। ঝাড়গ্রাম শহরের প্রবেশদ্বার লোধাশুলি। কলকাতা-মুম্বই জাতীয় সড়ক লোধাশুলির উপর দিয়ে গিয়েছে। লোধাশুলি মোড় থেকে উত্তরমুখী রাস্তাটি গিয়েছে ঝাড়গ্রাম শহরের দিকে। জাতীয় সড়ক ধরে পশ্চিমে গেলে গোপীবল্লভপুর ১ ও ২ ব্লকে যাওয়া যায়। যোগাযোগের এই সুবিধার কথা মাথায় রেখেই লোধাশুলিতে গেস্ট হাউস তৈরির পরিকল্পনা নেয় তৃণমূল পরিচালিত ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি। সেইমতো লোধাশুলি মোড় সংলগ্ন জঙ্গলের কাছেই এই হোম স্টে ও

■ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির গড়া হোম স্টে।

একতলার গেস্ট হাউসটি নির্মিত হয়েছে। পঞ্চম অর্থ কমিশনের টাকায় ২০২৩-২৪ সালে নির্মাণকাজ শুরু হয়। প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যেই ভবনটির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। কলকাতা থেকে সড়কপথে লোধাশুলি হয়েই পর্যটকেরা ঝাড়গ্রাম পৌঁছান। ঝাড়গ্রাম শহর থেকেই তাঁরা জেলার বিভিন্ন পর্যটনস্থলে বেড়াতে যান। লোধাশুলি হোম স্টে নির্মাণের ফলে এখন থেকে উত্তর ও দক্ষিণের পর্যটনস্থলে যাওয়ার জন্য ঘুরপথ না ধরে সরাসরি যাওয়া যাবে।

ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দেবব্রত সাহার কথায়, লোধাশুলি হোম স্টে ও গেস্ট হাউস তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। সামান্য কিছু কাজ বাকি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় এখানে গেস্ট হাউস গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ঝাড়গ্রাম হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শিবাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, জেলায় পর্যটক সংখ্যা বাড়ছে। লোধাশুলির মতো শহরের নিকটবর্তী জায়গায় পর্যটন নিবাসের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির এই উদ্যোগ সময়োপযোগী।

জন্মদিনে সুকুমার স্মরণ রানাঘাটে

প্রতিবেদন: শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের জন্মদিন ছিল বৃহস্পতিবার। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে জন্ম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি ও বিধুমুখী দেবীর এই স্বনামধন্য পুত্রের। জন্মদিনে রানাঘাট কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চাকেন্দ্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল নিজেদের মহলাকক্ষে। তাঁকে নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন পীতম ভট্টাচার্য। কথাশিল্পের ছাত্রছাত্রীরা সুকুমার রায়ের কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করে।

■ সাঁকরাইলের রগড়া আরএনএম আকাদেমির বিজয়া সম্মিলনী ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু, কমলকান্ত রাউত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা প্রমুখ।

■ স্বজনের তরফে সামাজিক কর্মসূচি পালনে হরিহরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার হাতে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তুলে দেওয়া হল ন্যাপকিন ভেনডিং মেশিন।

■ বারাসতের রামকৃষ্ণ পল্লির যতন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির ১১৯ বছরের শতাব্দীপ্রাচীন জগদ্ধাত্রী।

সমাজমাধ্যমে ধর্মীয় উসকানি-পোস্ট, ধৃত

সংবাদদাতা, পটাশপুর : সমাজমাধ্যমে উসকানিমূলক পোস্ট করে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল পটাশপুরের শম্ভুনাথ সাউ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জামিন নাকচ হয়। সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় উসকানিমূলক পোস্ট, ধর্মীয় লেখার পাশাপাশি ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন ভিডিও পোস্ট করত সে বলে জানা গিয়েছে। পটাশপুর থানার পুলিশ খবর পেয়েই বুধবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে। পটাশপুর থানার ওসি সুরজ আশ বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যেই এই গ্রেফতার।

নিখোঁজ শিশুর দেহ মিলল স্থানীয় পুকুরে

প্রতিবেদন : দু'দিন নিখোঁজ থাকার পরে অবশেষে বৃহস্পতিবার শিশু শাহেদ খানের (৩) মৃতদেহ উদ্ধার হল ডাবু গ্রামের একটি পুকুর থেকে। মল্লারপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাবা সোলেমান খান ছেলের নিখোঁজের অভিযোগ জানান মঙ্গলবার। বৃহস্পতিবার শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ রামপুরহাট মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা বলা সম্ভব হবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই।

দিঘায় নয়ানজুলিতে বাস বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

■ দুর্ঘটনার পর যান চলাচল স্বাভাবিক করতে ব্যস্ত দিঘা মোহনা থানার পুলিশ।

সংবাদদাতা, দিঘা : বৃহস্পতিবার বিকেলে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল দিঘাগামী পর্যটকবোঝাই একটি বাস। এদিন বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ এসি ভলভো বাসটি কলকাতা থেকে দিঘা যাচ্ছিল। দিঘা মোহনা থানার ঘেরসাইয়ের হনুমান মন্দিরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকা পাশের নয়ানজুলিতে নেমে যায়। জানা গিয়েছে, সামনে থাকা একটি ইঞ্জিন ভ্যানকে বাসটি ওভারটেক করতে যাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা। ওই সময় বাসের মধ্যে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৬ জন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হন। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় দিঘা মোহনা থানার পুলিশের তরফে যাত্রীদের উদ্ধার করে দিঘা রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার ফলে দীর্ঘক্ষণ ওই রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। এরপর দিঘা মোহনা থানার ওসি প্রবীর সাহার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে রাস্তা যানজট মুক্ত করে। ওসি প্রবীর সাহা বলেন, ক্রেন দিয়ে বাসটিকে নয়ানজুলি থেকে তোলা হয়েছে।

নেপালে যোগাসনে স্বর্ণপদক জিতে নিল বর্ধমানের খুদে

প্রতিবেদন : সম্প্রতি নেপালে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ১২টি দেশের প্রতিযোগীদের হারিয়ে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছে বর্ধমানের জামালপুরের কোরা গ্রামের ১২

বছরের প্রত্যুষা কোলে। নেপালের ওই প্রতিযোগিতায় প্রত্যুষা ১০ থেকে ১২ বছর বয়সীদের ট্র্যাডিশনাল যোগা বিভাগে অংশ নিয়ে প্রথম স্থান পায়। এছাড়াও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীটি বিভিন্ন বিভাগের নানা বয়সি বিজয়ীদের নিয়ে 'চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স' রাউন্ডেও রানার্স আপ হয়। ভারত, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা-সহ ১২ দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নেন।

জগদ্ধাত্রী পুজোর আমন্ত্রণরক্ষায় নবদ্বীপ থেকে আসেন অষ্টশিব

প্রতিবেদন : নাদনঘাটের বিদ্যানগরে বিশ্বাসবাড়ির সদস্যরা জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে করেন অষ্টশিবের আরাধনা। জগদ্ধাত্রীর পাশাপাশি অষ্টশিবের পুজার্চনা করেন পুরোহিতেরা। এই পুজো দেখতে এলাকার বাসিন্দারা জড়ো হন বাড়িতে। বাড়ির কর্তা বিভাস বিশ্বাস বিদ্যানগর গয়ারাম দাস উচ্চ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক। তিনি নানা সামাজিক কাজের পাশাপাশি মঠ-মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। সোমবার ষষ্ঠী থেকেই বিশ্বাসবাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়। মঙ্গলবার হয় অষ্টশিবের আরাধনা। নবদ্বীপে একাধিক শিবমন্দিরের মধ্যে বুড়ো শিব, দণ্ডপাণি, যোগনাথ, তিলেশ্বর, এলানিয়া, পলকেশ্বর, বাণেশ্বর ও বিদ্যানগরের বাবা পঞ্চানন, এই আট মন্দিরের শিব খুবই জাগ্রত বলে পরিচিত। বিশ্বাস পরিবারের জগদ্ধাত্রী পুজোয় এই অষ্টশিবের আরাধনা হল।

নাদনঘাটের বিশ্বাসবাড়ি

ওই সব মন্দিরের সেবাইত ও পুরোহিতেরা শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম শিলা নিয়ে বিশ্বাসবাড়িতে এসে সকাল থেকে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে অষ্টশিবের স্নানপর্ব ও পুজোপাঠ চালান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আত্মীয় বাড়িতে পুজো ও নানা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ রক্ষায় মানুষ যেমন হাজির হয়, তেমনই নবদ্বীপের বিভিন্ন মন্দিরের শিবও গৃহস্থবাড়িতে আমন্ত্রণ পেলে তা রক্ষা করেন। সেইমতোই বিশ্বাসবাড়িতে নবদ্বীপের অষ্টশিবকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। রাতে হয় কালীপুজোও। পরিবারের মণীষা বিশ্বাস ও সুপর্ণা বিশ্বাস পুজোর জোগাড় করেন। বিভাসবাবু জানান, জগদ্ধাত্রী পুজোর পাশাপাশি নবদ্বীপের অষ্টশিবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রত্যেক মন্দিরের সেবাইত ও পুরোহিতেরা তাঁদের আরাধ্য শিবলিঙ্গ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
31 October, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বাঁকুড়া জেলায় এসআইআর নিয়ে বিধানসভা ভিত্তিক সর্বদলীয় বৈঠক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : এসআইআর নিয়ে বিধানসভা ভিত্তিক সর্বদলীয় বৈঠক হল বাঁকুড়ার মহকুমা শাসকের দফতরে। সর্বদলীয় এই বৈঠকে বিএলও নিয়ে একাধিক প্রস্তাব দিলেন বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধিরা। চাওয়া হল ২০০২ সালের ভোটার তালিকাও।

এসআইআর চালু হতেই এ-রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরে শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আজ বাঁকুড়ার মহকুমা শাসকের দফতরে এসআইআর নিয়ে হয়ে গেল বাঁকুড়া বিধানসভার সর্বদলীয় বৈঠকে। বৈঠকে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিজেপির তরফে এসআইআর-এ নিযুক্ত বিএলওদের তালিকা ও তাঁদের সম্পর্কে বিশদে তথ্য চাওয়া হয় প্রশাসনের কাছে। সিপিএমের পক্ষ থেকে ২০০২-এর ভোটার তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির হাতে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বৈঠকে তৃণমূলের তরফে ছিলেন জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, এই এসআইআরের নামে কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না দেওয়া হয় সে ব্যাপারে বিএলওরা যেন সতর্ক থাকেন। একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেও বিরাট আন্দোলন হবে। শীর্ষ নেতৃত্ব পুরো ব্যাপারটায় নজর রাখছে।

তৃণমূলের প্রতিনিধি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়।

কমিশনের কেলেঙ্কারি ফাঁস

(প্রথম পাতার পর)

তালিকাই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! কোচবিহার বা মাথাভাঙায় সিরিয়াল নম্বর ধরে ৫০০-র বেশি ভোটারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার, মাঝেরবাড়ির বিএলও-র বাবা-মায়ের নামই বাদ দেওয়া হয়েছে! কেন, কীভাবে, কী কারণে এই নামগুলি বাদ গেল তার উত্তর দিতে হবে কমিশনকেই। জবাব দিতে হবে বিজেপিকেই।

বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেস সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্যপ্রমাণ-সহ এই অভিযোগ সামনে আনতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় নির্বাচন কমিশনের কলকাতা ও দিল্লি অফিসে। কমিশন-কর্তারা পিঠ বাঁচাতে এক-একবার এক-একরকম কথা বলেছেন। কী কী বললেন? কেউ বললেন, ওয়েবসাইটের আপগ্রেডেশন চলছে। কেউ বললেন, সার্ভারে গন্ডগোল, আবার কেউ বললেন, যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে। আমরা ঠিক করে দেব। প্রশ্ন, সার্ভারের গন্ডগোলে একটি বুথের সমস্ত ভোটার অদৃশ্য হয়ে যায় কী করে? যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভোটার তালিকার মাঝখান থেকে ৪০০ জনের নাম বাদ যায় কী করে? আসলে তৃণমূলের অভিযোগের কারণে সমূহ বিপদে পড়েছে নির্বাচন কমিশন। গা-ঢাকা দিতে মরিয়া চেষ্টা। বিজেপিরও বুলি বন্ধ।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কমিশনকে নিশানা করে কুণাল বলেন, এসআইআরের নামে এরা চুপি চুপি কারচুপি করছে। সাইলেন্ট রিগিং চলছে। এর পরেই নথি হাতে একের পর এক প্রমাণ দাখিল করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারির অভিযোগ উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর বিধানসভা এলাকার গুমায়। কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছে গুমা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে, হাবড়া-২ ব্লকে ১৫৯ নম্বর বুথে কোনও ভোটারই নেই। অথচ ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে সেখানে প্রায় ৯০০ ভোটারের নাম ছিল। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির মদতে পরিকল্পিতভাবে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। কুণালের অভিযোগ, বিজেপির অফিসে বসেই এইসব নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, কমিশন শুধু সেটাই আপলোড করেছে। তা না হলে এসআইআরের আগেই বিজেপি নেতারা কীভাবে বলে দিচ্ছেন, এত নাম বাদ যাবে? একইভাবে কোচবিহারে কোনও বুথে ৪০০ জনের নাম বাদ গিয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে ৭১৭ জনের নাম ছিল, এখন আছে মাত্র ১৪০ জন। এতজন তো একসঙ্গে মারা যেতে পারে না! এসআইআরের আগেই নাম কীভাবে উধাও হচ্ছে? প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল মুখপাত্র।

সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক তথ্য তুলে ধরেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এর পরে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সাফ জানান, একজন বৈধ ভোটারের নামও বাদ দিতে দেব না। ইতিমধ্যেই কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রতিটি বুথে, প্রতিটি বাড়িতে নজর রাখুন— পুরনো লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্লক ধরে ধরে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।

চন্দ্রিমার কথায়, ভোটার তালিকায় যেভাবে কারচুপি হচ্ছে তাতে বিজেপির মধ্যেও ঝামেলা শুরু হয়েছে বলে খবর। কারণ, এ-সব করতে গিয়ে কিছু নিজেদের লোকের নামও বাদ দিয়ে ফেলেছে ওরা! আর এখন ফেঁসে গিয়ে বলছে, কমিশনের ওয়েবসাইট নাকি ক্র্যাশ করেছে। আমরা পুরো ঘটনার যথাযথ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।

পাঁচ বছর পর গৌড়বঙ্গে স্থায়ী উপাচার্য আশিস

সংবাদদাতা, মালদহ : দীর্ঘ পাঁচ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশেষে স্থায়ী উপাচার্য পেল উত্তরবঙ্গের অন্যতম এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে অধ্যাপক আশিস ভট্টাচার্যের নাম ঘোষণা করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে। ২০১৯ সালে শেষবার স্থায়ী উপাচার্য ছিলেন অধ্যাপক স্বাগত সেন। তবে মাত্র নয়মাসের মাথায় তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে একের পর এক অস্থায়ী উপাচার্য সামলেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভার। গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যপাল অধ্যাপক পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়ার পর কার্যত উপাচার্যবিহীন অবস্থায় চলছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নামের প্রস্তাব পাঠায় রাজ্যপালের কাছে। সেই তালিকার ভিত্তিতেই বুধবার রাজ্যপাল চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। অধ্যাপক আশিস ভট্টাচার্যের দায়িত্বগ্রহণে শিক্ষাঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী মহল আশা করছে, স্থায়ী উপাচার্যের নেতৃত্বে অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ফের গতি পাবে, বদলে যাবে বহুদিনের অচলাবস্থা।

সোনাদায় যাত্রীবাহী গাড়ি খাদে

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : ঘন কুয়াশা এবং হালকা বৃষ্টি কারণে দৃশ্যমানতা কমে যায়। সম্ভবত তার জেরেই দার্জিলিঙের সোনাদার কাছে আট মাইলে যাত্রীবাহী একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাত ন'টার পরে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ির দিকে এবং দার্জিলিং ফেরার স্প্যাসিও ভেহিক্যাল ডেইলি সার্ভিস আট মাইলে দুর্ঘটনাটি ঘটে, সোনাদার কাছাকাছি। প্রায় ৫০০ মিটার নিচে পড়ে যায় গাড়িটি। গাড়িতে বেশ কয়েকজন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের পাঁচজনকে উদ্ধার করে সোনাদা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যেও স্থানীয় লোকজন ও সোনাদা পুলিশ উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ৩

সংবাদদাতা, সিউড়ি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করল বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। গাঁজাপাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই পুরুষ-সহ তিন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ বলেছেন, বৃহস্পতিবার ভোররাতে সাঁইথিয়া থানায় খবর আসে একটি গাড়িতে করে সাঁইথিয়া-আমোদপুর রোডে সন্দেহজনক কয়েকজন যাচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্রই সাঁইথিয়া থানার পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে গাড়িটিকে মাঝরাস্তা থেকে ধরে ফেলে। গাড়িতে থাকা যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই খুলে যায় রহস্যের জোট। ছয়টি প্যাকেটে প্রায় ২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। গাড়িতে থাকা পলাশচন্দ্র সরকার, মহম্মদ কামাল, মায়া রায়, ভালবাসা বিশ্বাস, পূর্ণিমা বিশ্বাস— এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার এদের আদালতে তুললে বিচারক ছয়দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত পাঁচজনের মধ্যে মহম্মদ কামালের বাড়ি বীরভূমের লাভপুর থানা এলাকায়। বাকি চারজনের বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলায়।

তালিকায় নাম না পেয়ে আত্মহত্যা

(প্রথম পাতার পর)

চলে আসে। তারপর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের ভোটার। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তোলা ২০০২-এর ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। এরপরই উদ্বেগ বাড়তে থাকে। সোমবার, এসআইআর ঘোষণার পরেই মনমরা হয়ে পড়েন। পরিবারের অভিযোগ, সেই আতঙ্কেই আত্মহত্যা করেছেন তিনি। ইলামবাজার ব্লক সভাপতি ফজলুর রহমান ও কোর কমিটির সদস্য রবি মুর্মু মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদেরও অভিযোগ, এসআইআর-এনআরসি আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন ক্ষিতীশ। ফজলুর রহমান বলেন, প্রথম থেকেই এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত ছিলেন এই বৃদ্ধ। এসআইআর-এর জন্য যে নথিপত্র চাওয়া হয়েছে, তা অনেকের কাছে নেই। ফলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারার আতঙ্কে রয়েছেন অনেকেই। এসআইআর আতঙ্কে ৭২ ঘণ্টা আগেই আত্মঘাতী হন পানিহাটির বাসিন্দা প্রদীপ কর। সুইসাইড নোটেও সেই কথার উল্লেখ ছিল। বুধবার কোচবিহারের বুড়িরহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতপুর এলাকায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বৃদ্ধ খাইরুল শেখ। এসআইআর আতঙ্কেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন খোদ খাইরুল। বুধবার, প্রদীপ করের বাড়ি গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই মৃত্যুগুলির জন্য দায়ী অমিত শাহ-জ্ঞানেশ কুমার। বিজেপি আর কমিশনকে জবাব দিতে হবে হতভাগ্য পরিবারগুলির কাছে।

ভয় নেই, পাশে আছি

(প্রথম পাতার পর)

সঙ্গে থাকতেন— নিজের জীবন শেষ করেন, জমি হারানোর আতঙ্কে। এই ঘটনাগুলিকে রাজনৈতিকভাবে সৃষ্ট মানসিক ভয় ও আতঙ্কের ফল বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, এই দুঃখজনক। এর দায় কে নেবে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি দায় স্বীকার করবেন? বিজেপি ও তাদের মিত্ররা কি সাহস দেখাবে এই আতঙ্কের জন্য নিজেদের দায় মেনে নিতে? তিনি আরও বলেন, ৯৫ বছরের এক বৃদ্ধ, যিনি এই মাটির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁকে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে মরতে হচ্ছে! এ শুধু ট্র্যাজেডি নয়— মানবতার প্রতি এক বিশ্বাসঘাতকতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, বহু প্রজন্ম ধরে বাংলার মানুষ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে এসেছে। আজ তাঁদের নিজের জন্মভূমির অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে। এই নিষ্ঠুরতা কোনও ভাবেই সহ্য করা যায় না।

রাজ্যের মানুষের প্রতি আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না, কেউ বিশ্বাস হারাবেন না, কেউ চরমপন্থা অবলম্বন করবেন না। মা-মাটি-মানুষ সরকার আপনাদের পাশে আছে। বাংলায় কোনও ভাবেই এনআরসি প্রয়োগ হতে দেওয়া হবে না— না সামনের দরজা দিয়ে, না পিছনের দরজা দিয়ে। তাঁর ঘোষণা, একজন বৈধ নাগরিককেও 'বহিরাগত' তকমা পরতে দেওয়া হবে না। শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা লড়ব, মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য এবং বিজেপি ও তাদের মিত্রদের কুটিল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য

আজ বৈঠকে অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

নজরদারি, ক্রস ভেরিফিকেশন, ইমানুরেশন ফর্ম ফিলআপ—সর্বত্র বিএলএদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের নাম বাদ দেওয়ার (২০০২ এর তালিকা থেকে) কেলেঙ্কারির একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে, তাতে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। ফলে এই সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়েই কথা বলবেন, গাইড করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মাস দুয়েক আগেই দলের সাংগঠনিক বৈঠকে বিএলএদের ভূমিকা জেলা সভাপতি-অঞ্চল সভাপতি-ব্লক সভাপতি-বুথ সভাপতিদের ভূমিকা স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন অভিষেক। এই সংক্রান্ত একাধিক কমিটি তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেসব কাজ হয়ে গিয়েছে। এবার মাঠে নেমে চোখ-কান খোলা রেখে আসল কাজের সময় এগিয়ে আসছে। তার আগে আজকের এই বৈঠক নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

মুম্বইয়ের হাসপাতালে ঢুকে কর্মরত এক চিকিৎসককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাল তাঁরই এক মহিলা সহকর্মীর ভাই। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন জখম চিকিৎসক। জানা গেছে, ওই চিকিৎসকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল হামলাকারীর দিদির

দিল্লির পর এবার মহারাষ্ট্র

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলেন কৃষকরা

মুম্বই: দিল্লির পর মহারাষ্ট্র। ফের কৃষক বিক্ষোভ। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পথে নামলেন কৃষিজীবীরা। দেশবাসী ২০২০ সাল থেকে কৃষকদের বিক্ষোভ দেখেছিলেন দিল্লিতে। এবার কৃষক বিক্ষোভে উত্তাল মহারাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নাগপুর-হায়দরাবাদ ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন কৃষকরা। শুরু হয় আন্দোলন। প্রাক্তন মন্ত্রী বাচ্চু কাদুর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে এই আন্দোলন। এনসিপি (শরদ পাওয়ার গোষ্ঠী), কিষাণ সভা এবং রাজু শেঠির দলও এই আন্দোলনকে সমর্থন করছে।

কৃষিঋণ মকুব, অকাল বৃষ্টিপাতের জেরে তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি), প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসিক ৬,০০০ টাকা ভাতার দাবিতে শুরু আন্দোলন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে একটি চরমপত্র দিয়েছেন আন্দোলনকারীদের নেতারা। তাঁদের দাবি, আলোচনায় বসতে হবে নাগপুরে। মুম্বইয়ে আলোচনার প্রস্তাব খারিজ করেছে দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের সাফ কথা, সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।

অসময়ের বৃষ্টিপাতের কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। লাতুরের কৃষক সুরেশ চৌহান দুই দিনের ভারী বৃষ্টি এবং বন্যার জলে তাঁর কাটা সয়াবিন ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে আর্থিক সাহায্য বিলম্বিত হওয়ার কারণে অনেক পরিবার দীপাবলি উদযাপন করতে পারছে না। এদিকে পারভানিতেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ঋণমকুব এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষকরা জেলাশাসকের গাড়িতে পাথর ছুঁড়ে মারায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর।

স্কুটার আরোহীকে গাড়ির চাকায় পিষে মারল দম্পতি

বেঙ্গালুরু: সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা! ডেলিভারি এজেন্টের স্কুটার ঘষে দিয়ে চলে গিয়েছিল একটি গাড়িকে। সেই সামান্য ঘটনার বদলা নিতে ওই ডেলিভারি এজেন্টকে গাড়ি চাপা দিয়ে পিষে মারলেন এক দম্পতি! ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর পুত্তেনাহালি এলাকায়। এই ঘটনার এক ভাইরাল সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে রীতিমতো স্কুটারের পিছনে ধাওয়া করে পিষে মারছে গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বাইক আরোহী ডেলিভারি বয়ের, গুরুতর আহত আরও একজন।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ডেলিভারি বয়ের নাম দর্শন (২৪)। শনিবার রাতে বন্ধু বরুণকে নিয়ে স্কুটারে ফিরছিলেন তিনি। জেপিনগর এলাকায় তাঁদের স্কুটারটি সামান্য ধাক্কা মারে এক সাদা রঙের সেডান গাড়িকে। গাড়িতে ছিলেন মনোজ কুমার (৩২) ও তাঁর স্ত্রী আরতি শর্মা (৩০)। দর্শন তখনই ক্ষমা চেয়ে চলে যান। কিন্তু তাতে মনোজের রাগ কমেনি। গাড়ি ঘুরিয়ে স্কুটারটিকে তাড়া করতে থাকেন তিনি। প্রায় দুই কিলোমিটার জুড়ে চলে এই দৌড়। তারপর আচমকা গাড়ি স্কুটারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়েন দুই আরোহী। দর্শন গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বরুণ আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর অভিযুক্ত দম্পতি মুখে মাস্ক পরে ফের ঘটনাস্থলে এসে গাড়ির ভাঙা অংশ তুলে নিয়ে যান প্রমাণ লোপাটের জন্য।

পুলিশ প্রথমে ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা ভেবেছিল। কিন্তু ফুটেজ হাতে আসতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি পরিকল্পিত খুন। মামলা বদলে দেওয়া হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় (খুন)। সোমবার রাতে দু'জনকেই গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

রুদ্ধশ্বাস নাটক মুম্বইয়ের বহুতলের স্টুডিওতে

অভিনয়ের ক্লাসে পণবন্দি ১৭ শিশু

কমান্ডোর গুলিতে খতম অপহরণকারী

মুম্বই: ভয়ঙ্কর ঘটনা! স্মরণকালে এমন ভয়াবহ আর রোমহর্ষক ঘটনা দেশে সম্ভবত এই প্রথম। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ মুম্বইয়ের পোয়াইয়ের মহাবীর ক্লাসিক ভবন নামে একটি বহুতলের স্টুডিওতে ১৭ জন শিশুকে পণবন্দি করল রোহিত আর্য নামে এক যুবক। ছড়িয়ে পড়ল তীব্র আতঙ্ক। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং এনএসজির কমান্ডো বাহিনী। দেখেই এয়ারগান থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে রোহিত আর্য। পালটা গুলি চালায় পুলিশ। সে এক রোমহর্ষক দৃশ্য। দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় অপহরণকারীকে গুলি করে ১৭ জন শিশু-সহ মোট ১৯ জনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ ও কমান্ডো বাহিনী। ১৭ জন শিশু ছাড়াও এক বয়স্ক নাগরিক-সহ আরও দু'জনকে আটকে রেখেছিল আর্য। গুরুতর জখম অবস্থায় রোহিত আর্যকে গ্রেফতার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও সেখানেই মৃত্যু হয় তার। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার দত্ত নালাওয়াড়ে

জানিয়েছেন, রোহিতের কাছ থেকে একটি এয়ারগান, কিছু রাসায়নিক উদ্ধার করা হয়েছে। ওই স্টুডিওতে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদিন সেই প্রশিক্ষণ চলাকালীন ওই ব্যক্তি ঢুকে পড়ে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ১৭টি শিশুকে পণবন্দি করে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতেই পুলিশ জানিয়েছে, রোহিত আর্য ওই স্টুডিওতেই কাজ করত। একটি নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলও আছে তার। রোহিত গত চার-পাঁচদিন ধরে ওই ফ্লোরে অডিশনের কাজ করছিল। বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় ১০০ শিশু অভিনয়ের ক্লাস করতে আসে। বেশির ভাগ শিশুকে চলে যেতে বললেও ১৭ শিশুকে স্টুডিওতে ঢুকিয়ে দিয়ে আটকে রাখে সে। ভয়ে শিশুরা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অভিভাবকরা জানতে পারেন ১৭ শিশুকে পণবন্দি করেছে রোহিত। তারপরই একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে রোহিত বলে, কয়েকজনের সঙ্গে বিশেষ কিছু কথা বলার জন্য শিশুদের পণবন্দি বানানোর পরিকল্পনা করেছে সে। ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, আমি রোহিত আর্য। আত্মহত্যা করতে চাই না আমি। আমার একটি পরিকল্পনা রয়েছে। তাই শিশুদের বন্দি করেছি। আমার বেশি কিছু দাবি নেই। সাধারণ কয়েকটি দাবি এবং কিছু প্রশ্ন করতে চাই। কেউ যদি কোনও চালাকি করার চেষ্টা করেন, তাহলে গোটা স্টুডিওতে আগুন ধরিয়ে দেব।

তবে ঠিক কী পরিকল্পনা সে করেছিল বা কাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল, সেই বিষয়ে কিছুই স্পষ্ট করেনি রোহিত। এদিকে খবর পেয়েই পজিশন নেয় পুলিশ। শুরু হয় রোমহর্ষক অ্যাকশন। কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে বাথরুমের রাস্তা দিয়ে স্টুডিওতে ঢোকার চেষ্টা করেন উদ্ধারকারীরা। শিশুদের ক্ষতি এড়াতে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল। অবশেষে অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন তাঁরা। শিশুদের নিরাপদে বের করে আনা হয়। উদ্ধারের সময়ই রোহিতকে কাবু করতে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। গুলিবিদ্ধ অবস্থাতেই গ্রেফতার করা হয় তাকে। হাসপাতালে মৃত্যু হয় রোহিতের।

বিভেদকামী শক্তির গতি স্তব্ধ করে দিয়েছে সিস্টার নিবেদিতার বাণী

প্রতিবেদন: শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সিস্টার নিবেদিতার ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির অপব্যাখ্যা করছে বিজেপির মতো বিভেদকামী শক্তি। সময় এসেছে এ-বিষয়ে সতর্ক হওয়ার। সময় এসেছে মনীষীদের মন্তব্যের বিকৃতি এবং অপব্যাখ্যা বন্ধ করে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরার। সমাজমাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা-বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র। ১২২ বছর আগে সিস্টার নিবেদিতার বলিষ্ঠ বাণী কীভাবে আজকের ঘৃণা এবং বিভেদের রাজনীতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে, তার মূলে

আঘাত করছে, তা তুলে ধরতে গিয়েই বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন অমিত মিত্র। ২৮ অক্টোবর সিস্টার নিবেদিতার জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্যুইটের উল্লেখ করে ড. মিত্র মনে করিয়ে দিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দর মহান শিষ্যা নিবেদিতার আদর্শের উত্তরাধিকারের আলো প্রজ্বলিত করে তার উত্তরণের জন্য কীভাবে আন্তরিক উদ্যোগ দেখিয়েছে রাজ্য। নিবেদিতার মহান জাতীয়বাদের আদর্শের মধ্যে কেমন করে প্রস্ফুটিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সৌহার্দ।

বিষাক্ত উসকানি যোগীরাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়কের

লখনউ: পায়ের নিচের জমি যতই আলগা হচ্ছে ততই যেন মরিয়া হয়ে উঠছে বিজেপি। নেতাদের বেপরোয়া মন্তব্য উসকে দিচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। এবারে ন্যক্কারজনক বিতর্কিত মন্তব্য করলেন যোগীরাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং। হিন্দু যুবকদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, মুসলিম মেয়েদের ধর্ম বদল করে বিয়ে করলে চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি। দোমরিয়াগঞ্জের এই প্রাক্তন বিধায়কের মন্তব্যের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজ্যজুড়ে।

নীতীশকে আর চাইছে না বিজেপি

পাটনা: নীতীশ কুমারকে ভোট বাজারের পাত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন মোদি। নীতীশকে আদৌ মুখ্যমন্ত্রী করবে না বিজেপি। শুধু বিরোধী শিবির নয়, সমগ্র বিহারবাসী জানে বিজেপির মানসিকতা। বৃহস্পতিবার বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে এই মন্তব্য করলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, নীতীশ কুমারকে শুধুমাত্র সামনে রেখে নির্বাচনে লড়াইয়ে নেমেছে বিজেপি। বিহার প্রথম নয়, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশেও ভোটে জিতে একই চাল চেলেছে বিজেপি। সম্প্রতি আরজেডি নেতা ও বিহারে মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবও মন্তব্য করেছিলেন, নীতীশকে আদৌ মুখ্যমন্ত্রী পদে চাইছেন না মোদি-শাহ।

নারীত্বের চরম অবমাননা

চণ্ডীগড়: বিজেপি শাসিত হরিয়ানার বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীত্বের চরম অবমাননা। ঋতুস্রাবের কারণে ৪ মহিলা সাফাই কর্মীর দেরি হয়েছিল হাজিরায়। অভিযোগ, পুরুষ সহকর্মীদের সামনেই তাঁদের একজনকে পোশাক খুলতে বাধ্য করা হয়। সত্যিই ঋতুস্রাব হয়েছিল কি না তা প্রমাণের জন্য অন্তর্বাস পরীক্ষারও নির্দেশ দেওয়া হয় আর এক মহিলাকে। ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৬ অক্টোবর রোহতকের মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে। জানা গেছে, ওই দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল রাজ্যপালের।

বিহারে কুপিয়ে খুন এএসআইকে

পাটনা: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ফের পুলিশ খুন বিহারে। উত্তপ্ত বিহারের রাজনীতি। পুলিশের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টরকে কুপিয়ে খুন করা হল সিওয়ানে। বুধবার রাতে সিওয়ানে সিরসা নওকা টোলা গ্রামের রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার করা হয় অনুরুদ্ধ কুমার নামে ওই এএসআইয়ের রক্তাক্ত দেহ। আততায়ী কে বা কারা খুনের কারণই বা কী, তা নিয়ে এখনও অন্ধকারে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়নি কাউকেই। গত মার্চেই আরারিয়া এবং মুঙ্গেরে পরপর খুন হয়েছিলেন ২ এএসআই। আরারিয়াতে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল এএসআইকে। কয়েক মাস যেতে না যেতেই আবার সিওয়ানে খুন হলেন আবার একজন এএসআই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। এই ঘটনার জন্য বিজেপি-নীতীশের অপদার্থ প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন তাঁরা।

দেশ বিদেশ

31 October, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাক সীমান্তে এবার সামরিক অনুশীলন শুরু করল ভারতীয় সেনা। গুজরাত সীমান্তের স্যার ক্রিক অঞ্চলে তিন বাহিনীর মিলিত এই যুদ্ধমহড়ার নাম রাখা হয়েছে ‘অপারেশন ত্রিশূল’

ইরানের চাবাহার বন্দর
মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থেকে ৬ মাসের ছাড় দিল্লির

নয়াদিল্লি: ইরানের চাবাহার বন্দরের উপর জারি মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থেকে ছ-মাসের অব্যাহতি পেয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার সরকারিবভাবে তা নিশ্চিত করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এর অর্থ হল, ভারত আগামী ছ-মাস ওমান উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই কৌশলগত ইরানি বন্দরটি ব্যবহার করতে পারবে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বুধবারই সম্ভাব্য ছাড়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তিনি জানান, চাবাহার বন্দরের ওপর প্রযোজ্য মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থেকে আমাদের ৬ মাসের জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন এই ইরানি বন্দরের ওপর থেকে তাদের দেওয়া ছাড়টি প্রত্যাহার করে নেয়, যা ২০১৮ সাল থেকে ভারতের জন্য কার্যকর ছিল। ইরান ফ্রিডম অ্যান্ড কাউন্টার-প্রলিফারেশন অ্যাক্ট -এর অধীনে এই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, যা ভারত এবং অন্যান্য দেশকে কোনও মার্কিন বিধিনিষেধ ছাড়াই বন্দরটি ব্যবহার ও উন্নয়নের সুযোগ দিয়েছিল। এই ছাড় দেওয়ার মূল লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে সহায়তা করা। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহণের সুবিধা তৈরি হয় এবং পাকিস্তানকে নির্ভর না করে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছিল। তবে, ইরান সরকারের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে ট্রাম্প প্রশাসন ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে এই সুযোগ প্রত্যাহারের ঘোষণা করে। এর ফলে, চাবাহার বন্দরে কোনও কার্যকলাপ পরিচালনা বা অর্থায়ন করলে সেই সংস্থা বা দেশকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

ট্রাম্প-জিনপিং বৈঠক
কাটবে সম্পর্কের শৈত্য?

বুসান: শুল্কযুদ্ধের জেরে দু’দেশের সম্পর্কে প্রবল কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে মুখোমুখি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। প্রায় দু’ঘণ্টা বৈঠকের পর ট্রাম্প ঘোষণা করেন, বিরল খনিজ নিয়ে চিনের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে আমেরিকা। সৌহার্দ্যের আবহে চিনের উপর থেকে ১০ শতাংশ শুল্ক কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। অন্যদিকে, চিন আমেরিকা থেকে সয়াবিন কেনা শুরু করবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিন বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, দারুণ বৈঠক হয়েছে। দশের মধ্যে বারো দেব! ফেন্টানাইল উৎপাদন বন্ধ করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জিনপিং। পাশাপাশি, তারা মার্কিন সয়াবিন ক্রয়ও শুরু করবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চিনের উপর শুল্ক ৫৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪৭ শতাংশ করা হবে। যে বিরল খনিজ ইস্যুতে দু’দেশের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছিল তার সমাধান হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, এই নিয়ে আমরা একটি চুক্তিও করেছি। এর মেয়াদ এক বছর। চিন বিরল খনিজ সমৃদ্ধ পণ্য আমেরিকায় রফতানি করবে। ট্রাম্প আরও জানান, আগামী বছর এপ্রিলে তিনি চিন সফরে যাবেন। জিনপিংও আমেরিকা সফরে আসবেন।

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন: আমেরিকায় ফের শুরু হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা। প্রায় তিনযুগ তা স্থগিত ছিল। পুনরায় তা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ওয়াশিংটনের সতর্কবার্তা অমান্য করে মস্কোর পরমাণু-চালিত ডুবো ড্রোন পরীক্ষার

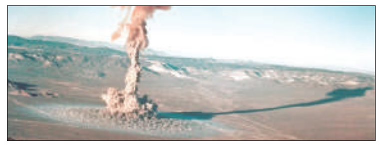

সাফল্যের ঘোষণা করেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এরপরই এই পদক্ষেপ নিলেন ট্রাম্প।

বৃহস্পতিবার ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমেরিকা ‘অবিলম্বে’ ফের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করবে। রাশিয়া এবং চিনের পারমাণবিক কর্মসূচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞ মহল।

ব্যর্থ হবে জেনেও কেন উদ্যোগ নিল বিজেপি সরকার?
পরিবেশবিদদের তোপ, দিল্লির ক্লাউড সিডিং বিজ্ঞান নাকি রাজনৈতিক প্রদর্শনী?

নয়াদিল্লি: জাতীয় রাজধানীতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামিয়ে বায়ুদূষণ কমানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পরিবেশবিদদের মধ্যে একটি প্রশ্ন উঠছে— ঐতিহাসিকভাবেই কম সাফল্য পাওয়া একটি উদ্যোগের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা কি যুক্তিযুক্ত? দিল্লির ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ মোকাবিলায় কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর জন্য যে তিনটি ক্লাউড সিডিং বা মেঘে বীজ বপনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তার কোনওটিই উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারেনি। দিল্লি সরকার আইআইটি কানপুরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এখনও পর্যন্ত তিনটি পরীক্ষা চালিয়েছে— একটি ২৩ অক্টোবর এবং অন্য দুটি ২৮ অক্টোবর। কিন্তু রাজধানীর কোথাও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়নি। এরপরেই প্রশ্ন উঠছে, বিজ্ঞানের চেয়েও রাজনৈতিক স্টান্ট তৈরির চেষ্টাই কি বিজেপি সরকারের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছে?

আইআইটি কানপুরের পরিচালক মণীন্দ্র আগরওয়ালের মতে, ২৮ অক্টোবরের ৩০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে পরিচালিত দুটি পরীক্ষার মোট খরচ ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা, যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ২০,০০০ টাকা। শীতকালে, যখন দিল্লির বায়ু বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং ধুলোয় আকাশ ঢেকে যায়, সেই সময় এমন পাঁচটি পরীক্ষার জন্য দিল্লি সরকার ৩.২১ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছিল। যদিও দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা জানিয়েছেন, আইআইটি কানপুর এই বাজেট থেকে ৯টি পর্যন্ত পরীক্ষা চালাবে। একটি সাধারণ হিসেবে দেখা যায়, ৩.২১ কোটি টাকায় ৯টি পরীক্ষার খরচ দাঁড়ায় প্রতি পরীক্ষায় প্রায় ৩৫.৬৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, ইতিমধ্যেই তিনটি পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর একফোঁটা বৃষ্টিও না দেখে দিল্লিতে ১.০৭ কোটি টাকা এই বাবদ খরচ হয়ে গিয়েছে। আইআইটি কানপুরের পরিচালক স্বীকার করেছেন যে বর্তমানে প্রতিবারের প্রচেষ্টার খরচ একটু বেশি। তিনি এর কারণ হিসেবে উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ, পাইলটের ফি এবং কানপুর ও দিল্লির (দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিমি) মধ্যে উড়ানের উচ্চ জ্বালানি খরচ-এর মতো স্থায়ী খরচগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, দিল্লি থেকে বিমান চলাচল করলে এবং দীর্ঘসময় ধরে ক্লাউড সিডিং করা হলে খরচ কমে আসবে। তিনি অনুমান করেন যে পুরো শীতকাল ধরে জাতীয় রাজধানীতে ক্লাউড সিডিং করতে প্রায় ২৫-৩০ কোটি টাকা খরচ হবে।

তবে ক্লাউড সিডিং-এর মতো একটি সাময়িক ব্যবস্থার জন্য (যার মাধ্যমে বিষাক্ত বায়ু পরিষ্কার করার কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ) এই পরিমাণ অর্থ খরচ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাউড সিডিং-এর জন্য একটি উড়োজাহাজ পরিবর্তন, পরিবহণ এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার মতো আরও অন্যান্য খরচও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানে ভারতে ক্লাউড সিডিংয়ের উপযোগী কোনও উড়োজাহাজ নেই। তদুপরি, ফ্লেয়ার র‍্যাক (যা সিলভার আয়োডাইড মিশ্রণ ছড়ায়),

ক্লাউড কন্ডেনসেশন নিউক্লিআই (সিসিএন), স্ক্যানিং মোবিলিটি পার্টিকেল সাইজার, মাইক্রোওয়েভ রেডিওমিটার, রেডিওসোন্ড বেলুন এবং সেন্সরের মতো সরঞ্জাম ও ভোগ্যপণ্যের খরচ প্রায় ৫.৩০ কোটি টাকা। পাইলটের ফি, ক্রু চার্জ এবং তাদের বিমা খরচ আলাদা, যা পুরো প্রক্রিয়াটিকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল করে তোলে। এসবের পরেও দূষণ মোকাবিলায় এর সাফল্যের হার অতি-কম এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও সামান্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন যে ক্লাউড সিডিংয়ের আকাশছোঁয়া খরচের আদৌ কোনও যৌক্তিকতা আছে কিনা। এছাড়া, কৃত্রিম বৃষ্টি এবং স্বাভাবিক বৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করার কোনও উপায় না থাকায় ক্লাউড সিডিংয়ের কার্যকারিতা পরিমাপ করাও কঠিন। দিল্লির ক্ষেত্রে ক্লাউড সিডিং পরীক্ষা ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষ মেঘে পর্যাপ্ত আর্দ্রতার অভাবকে তুলে ধরেছে। মঙ্গলবার মেঘে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল প্রায় ১০-১৫%। বৃষ্টি নামানোর সামান্যতম সুযোগের জন্যও ন্যূনতম ৫০-৬০% আর্দ্রতা প্রয়োজন। কিন্তু শীতকালে বৃষ্টিবাহী, আর্দ্রতাপূর্ণ মেঘ খুঁজে পাওয়া খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতো। দিল্লির শীতের মাসগুলি সাধারণত খুবই শুষ্ক থাকে। স্বাভাবিকভাবে এখানে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে বৃষ্টিপাত বেশ বিরল। এই বিষয়গুলি কর্তৃপক্ষ আগে বিবেচনা করেছিল কিনা, তা এখনও রহস্য। দিল্লির প্রথম ক্লাউড সিডিং পরীক্ষাটি হয়েছিল ১৯৫৭ সালে, এরপর আরেকটি চেষ্টা করা হয় ১৯৭২ সালে। তবে সেই পরীক্ষাগুলি খরা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ছিল। মঙ্গলবারের ক্লাউড সিডিং প্রচেষ্টাটি ছিল দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম উদ্যোগ। খরা মোকাবিলায় বৃষ্টি-স্বল্প অঞ্চল অন্ধ্রপ্রদেশও ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ক্লাউড সিডিং পরীক্ষা চালিয়েছিল, কিন্তু ফলাফল সন্তোষজনক ছিল না। তথ্য অনুযায়ী, এই ৬ বছরে অন্ধ্রপ্রদেশ ক্লাউড সিডিংয়ে ১১৯ কোটি টাকা খরচ করেছিল। জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা দিল্লির সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন যে দীর্ঘমেয়াদি, প্রমাণিত সমাধানের ওপর কাজ না করে রাজ্য সরকার দূষণ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি শর্টকাট অবলম্বন করতে প্রলুব্ধ হয়েছে। পরিবেশবিদ বিমলেন্দু ঝা ট্যুইট করেছেন, এটি একটি ব্যয়বহুল বিষয়, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১ লক্ষ টাকা খরচ হয়। দিল্লির মোট এলাকা প্রায় ১৫০০ বর্গ কিমি হলে ক্লাউড সিডিং-এর মাধ্যমে যখনই বৃষ্টি নামে তখনই প্রায় ১৫ কোটি টাকা খরচ হয়। এই কৃত্রিম বৃষ্টি বড়জোর এক বা দুদিনের জন্য দূষণ কমাতে পারে। তবুও প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বিপুল অর্থে এই প্রদর্শনী চলছে। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব সঞ্জীব গুপ্তা জোর দিয়ে বলেছেন, বৈজ্ঞানিক প্রোটোকলকে অবশ্যই রাজনৈতিক নির্দেশিকার চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি ট্যুইট করেছেন, খরচের দিক থেকে এটি অতিরিক্ত এবং দূষণের ওপর কার্যকারিতার দিক থেকে সীমাবদ্ধ। দিল্লির শীতকালীন দূষণ সংকট একটি জটিল ও গভীর সমস্যা, যা সমাধানের জন্য বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের প্রয়োজন, যেখানে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির নাড়া পোড়ানো-সহ বিভিন্ন কারণের প্রভাব রয়েছে। ক্লাউড সিডিংয়ের মতো দ্রুত সমাধানের ব্যর্থতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এটি একটি ব্যয়বহুল জুয়াখেলার নামান্তর।

বড়দিনের সময় মুক্তি পেতে চলেছে পরিচালক অভিজিৎ সেনের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘প্রজাপতি ২’। এই ছবি তাঁরই ছবি ‘প্রজাপতি’র সিক্যুইল। ছবির মুখ্য ভূমিকায় এবার দেবের বিপরীতে দেখা যাবে ছোটপর্দার ‘বঁধুয়া’খ্যাত জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুকে

স্বার্থপর

মুক্তি পেয়েছে পরিচালক অন্নপূর্ণা বসুর ছবি ‘স্বার্থপর’। নিজের প্রথম ছবিতেই করলেন বাজিমাত। সমাজের চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার বুকে টানলেন সূক্ষ্ম আঁচড়। এই ছবির মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন কোয়েল মল্লিক, রঞ্জিত মল্লিক-সহ অনেকেই। কেমন হল এই ছবি? কী বললেন পরিচালক? জানালেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

‘স্বার্থপর’ ছবির পরিচালক অন্নপূর্ণা বসু-সহ কলাকুশলীরা। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

সম্পর্ক বনাম অধিকারের যদি লড়াই বাধে তাহলে কে জিতবে! বলাটা ভীষণ কঠিন কারণ ইট, কাঠ, পাথরের শহরে সম্পর্ক আবেগ আঁকড়ে থাকলে লোকসানটাই বারবার হবে তাই হয়তো বেশিরভাগ বাস্তববাদীরা অধিকারকেই বেছে নেবেন। সম্পর্কের পাল্লা হালকা সেখানে। দ্বিমত যদিও আছে তবে তা খুব কম। আচ্ছা, অধিকার ছেড়ে দেওয়া কি সত্যি কোনও মুখের কথা? সম্পর্ককে যে মূল্য দেয়, স্নেহ, মমতা ভালবাসাকে যে মূল্য দেয় সে কি তার আপনজনের অধিকার কেড়ে নিতে পারে? কোনটা ঠিক কোনটা ভুল! কে আসলে স্বার্থপর! এমন এক অদ্ভুত, অস্বস্তিকর প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়ে পরিচালক অন্নপূর্ণা বসুর ছবি ‘স্বার্থপর’। সহজ দাবি যেখানে কঠিনভাবে এসে দাঁড়িয়েছে দর্শকদের সামনে। সেখানে এমন একটা গল্প যা আমাদের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে জুড়ে রয়েছে। অথচ সেই গল্প আমরা আজও বলে উঠতে পারিনি। সেই ছকভাঙা এক লড়াইয়ের গল্প বলেছেন পরিচালক অন্নপূর্ণা বসু। দীর্ঘদিন সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার পর বড়পর্দায় পরিচালক হিসেবে ডেবিউ করলেন ‘স্বার্থপর’ ছবির মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে পরিচালক অন্নপূর্ণা বসু বললেন, নিজে পরিচালনা করব এই ইচ্ছে বহুদিনের তবে শুধুই পরিচালক হব এমনটা ভাবিনি। আমার সিনেমার সঙ্গে রিলেটেড প্রতিটা ক্ষেত্র খুব পছন্দ ছিল। এই গল্পটা আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেত সেই কোন ছোটবেলা থেকে। গল্পটা বলতে চেয়েছি সব সময়। আমার হাজব্যান্ড চিত্রনাট্যকার সদীপ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কাজের সূত্রেই পরিচয় ছিল। নানারকম গল্প নিয়ে কথা বলতাম ওর সঙ্গে। তখন একদিন আমাকে বলল ঠিক এরকমই একটা গল্প ও লিখতে চায়। ইনফ্যাক্ট দুজনে

একসঙ্গেই ভেবেছি একই কথা। তখন বুঝলাম আমাদের জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের অনেকেরই এই গল্পটা বলার আছে। আমি এবং আমার হাজব্যান্ড দুজনেই মা-মাসিদের খুব কাছ থেকে দেখেছি তাই দুজনেই এই বিষয়টাকে খুব ফিল করেছি।

ছবির গল্প এক দাদা আর বোনের। অপর্ণা এবং সৌরভ। যাঁদের মধ্যে সম্পর্ক খুব গভীর। তাঁরা একে অপরকে চোখে হারায়। বোনের বিয়ে হয়ে দূরে চলে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ভাই-বোনের মধ্যে দূরত্ব আসেনি কখনও, সম্পর্কে ভাটা পড়েনি। আসা-যাওয়া সব রয়ে গিয়েছে। হঠাৎই একদিন দাদা সৌরভ বোন অপর্ণাকে বলেন, তাঁদের যে পৈতৃক ভিটে রয়েছে সেটা তিনি নিজের মতো করে কাজে লাগাতে চান। আর সেটা করতে হলে বোন অপর্ণাকে সেই পৈতৃক ভিটেতে তাঁর নিজের অংশটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে দাদাকে। অর্থাৎ দাদা পুরো বাড়ির স্বত্বাধিকার চেয়ে বসেন। এমন ক্ষেত্রে হয়তো অনেকেই ছেড়ে দেবে অধিকার কিন্তু সম্পর্কটা খুব সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও অপর্ণা খুব নম্রভাবেই বেঁকে বসেন। আর সেখান থেকেই তৈরি হয় সংঘাত। পরবর্তীতে তা আইনি লড়াইয়ে গিয়ে পৌঁছয়। আইনি মারপ্যাঁচ, উকিলদের তর্কযুদ্ধর সবকিছুর উপরে ঠিক ভুলের যে দ্বন্দ্ব সেটাই উঠে আসে এই ছবিতে। ভাইবোনের সম্পর্কে সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধ কোনও নতুন ঘটনা নয়। এই ছবির মৌলিকতা হল এখানে ভাই-বোনের সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ নয়, পরিচালক তুলে ধরতে চেয়েছেন সম্পত্তির সমান অংশীদার যে বোন তাঁর অনুমতি না নিয়ে এক দাদার পৈতৃক ভিটে বিক্রি করে দেওয়ার মতো মানসিক ধৃষ্টতাকে। চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা যে কত দিক থেকে নারীর সম্মান ক্ষুণ্ণ করে এটাই দেখিয়েছেন পরিচালক। এখানেই তার সার্থকতা।

এই ছবির চরিত্রায়ণ সম্পর্কে পরিচালক অন্নপূর্ণা বসু জানালেন, ছবিটা করব ঠিক করার পর প্রথমেই কোয়েলদির (কোয়েল মল্লিক) কাছেই গিয়েছিলাম। উনি তখন গল্পটা শুনেই অবাক হয়ে বলেছিলেন এটা নিয়ে এখনও কোনও ছবি হয়নি! এক কথায় রাজি হয়ে যান। এর সঙ্গে দরকার ছিল এই সমাজে বোনের পাশে প্রতিমুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকা একজন দায়িত্ববান পুরুষকে যে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারবে সেই দাদার চরিত্রকে। তখন কৌশিক সেনের কথাই মনে আসে। মনে হয়েছিল সৌরভের চরিত্রটা ওঁর চেয়ে ভাল কেউ করতে পারবে না। এই ছবির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আইনজীবী গোবিন্দকুমার লাহার যে চরিত্রে রঞ্জিত মল্লিক অভিনয় করেছেন, সেই চরিত্রের যে গঠন, যে আদর্শবাদ, যেভাবে তিনি কথা বলেন, যেভাবে জীবনযাপন করেন সেটার সঙ্গে অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের ভীষণভাবে মিলে রয়েছে। অপর্ণা এবং সৌরভের মাঝে সেতুর মতো একটা চরিত্র হল অপর্ণার স্বামী। যে-চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী। এইভাবে একটা পর একটা সুতোয় গাঁথার মতো করেই চরিত্রগুলো নির্বাচন করেছি। চেষ্টা করেছি, কতটা সফল সেটা দর্শক বলবে। তবে হল-ভিজিটে গিয়ে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। সেটা ভাল-খারাপের ঊর্ধ্বে।

দীর্ঘদিন পরে একটি পারিবারিক ছবিতে কাজ করলেন কোয়েল মল্লিক। অপর্ণার ভূমিকায় তিনি অনবদ্য। অভিনেত্রীসুলভ গ্ল্যামার ঝেড়ে ফেলে কোয়েল এই ছবিতে অনেক বেশি ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত সংসারের বউ হয়ে উঠেছেন। এছাড়া এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্রে রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী ও শাঁওলি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ছবির চিত্রনাট্য, সংলাপ সদীপ ভট্টাচার্য। এই ছবিতে তিনটে গান রয়েছে যার সুরকার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, গেয়েছেন রূপঙ্কর বাগচী, লগ্নজিতা চট্টোপাধ্যায় ও ইমন চক্রবর্তী। ছবির ক্যামেরা করেছেন অনুপ সিং। সুরিন্দর ফিল্মসের ব্যানারে এই ছবির প্রযোজক নিশপাল সিং।

১৪
৩১ অক্টোবর ২০২৫
শুক্রবার

মাঠে ময়দানে

31 October, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্ত্রী অ্যালিসা হিলি ও অস্ট্রেলিয়াকে সমর্থনের জন্য বৃহস্পতিবার গ্যালারিতে হাজির মিচেল স্টার্ক

দ্রুত সুস্থ হচ্ছি, বার্তা শ্রেয়সের

সিডনি, ৩০ অক্টোবর : গত শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁ দিকের পাঁজরে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন। তার পর থেকেই সিডনির হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। দুর্ঘটনার পাঁচদিন পর নিজের শারীরিক অবস্থা নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়াতে শ্রেয়স বার্তা দিয়েছেন, এখন আমি সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি। প্রতিদিন উন্নতি করছি। যে শুভেচ্ছা ও সমর্থন পেয়েছি, তার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রসঙ্গত, সেদিন চোট পাওয়ার পর ড্রেসিংরুমে ফিরেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন শ্রেয়স। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রিপোর্টে ধরা পড়ে চোটের জায়গা থেকে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাই মাঝে তাঁকে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছিল। বোর্ডের মেডিক্যাল টিম তাঁর দিকে নজর রেখেছে। চেষ্টা করা হচ্ছে, যতটা দ্রুত সম্ভব শ্রেয়সকে সুস্থ করে তোলার। সব কিছু ঠিক থাকলে, টি-২০ সিরিজের পর সূর্যকুমার যাদবদের সঙ্গে দেশে ফিরবেন শ্রেয়স।

এমসিজিতে আজ গতি-বাউন্সের চ্যালেঞ্জ

তিন স্পিনার না অর্শদীপ, ধন্দে সূর্যরা

মেলবোর্ন, ৩০ অক্টোবর : ক্যানবেরায় যে-ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল তাতে ভারত তিন স্পিনার নিয়ে নেমেছিল। এতে খুব স্পষ্ট একটা বার্তা আছে। সেটা এই, যাতে আমরা ভাল তাতেই জোর দেব। আমার হাতে কুলদীপ, বরুণ ও অক্ষর আছে। অন্য কিছু ভাবব কেন? রবি শাস্ত্রীও নাকি কোচ থাকাকালীন এভাবেই ভাবতেন।

কথাটা বলতে হচ্ছে কারণ মেলবোর্নে এমন উইকেটে কাল খেলতে হবে ভারতকে যা পেস ফ্রেন্ডলি তো বটেই, সঙ্গে স্পঞ্জি বাউন্সও থাকবে। এখানে হ্যাজলউডের মতো ফাস্ট বোলাররা নতুন বলে সিম মুভমেন্ট পাবেন। আর স্পিনাররা মাথার ঘাম পায়ে ফেলবেন। প্রশ্ন হচ্ছে এমসিজির বিশাল বাউন্ডারি দেখে গম্ভীর কি আবার তিন স্পিনারে যাবেন। নাকি অর্শদীপকে ফেরানো হবে। যিনি এখন হর্ষিতের পিছনে চলে গিয়েছেন।

ক্যানবেরায় প্রথম ম্যাচে মিচেল মার্শ টস জিতে ভারতকে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন। এখানেও তিনি বা সূর্য হয়তো সেই রাস্তায় হাঁটবেন। যেহেতু মেলবোর্নে পরে ব্যাট করা দল বেশি জিতেছে। উইকেট সহজ হয় পরে ব্যাট করা দলের জন্য। এখানে ব্যাটারদের বড় রান পেতে হলে শুরুর ক'টা ওভার সামলে নিতে হবে। পেসারদের প্রথম স্পেলকে সম্মান দিতে হবে। অভিষেক শর্মা শুনে সাবধান হন। তাঁকে ধরে খেলতে হবে শুরুতে।

অস্ট্রেলিয়ার সব মাঠেই ইতিহাস। যেমন '৮১-তে গাভাসকর এখানে চেতন শর্মাকে নিয়ে মাঠ ছাড়তে গিয়েছিলেন। গ্রেগ চ্যাপেল ভাই ট্রেভরকে দিয়ে আন্ডার আর্ম বল করিয়েছিলেন এখানে। আবার এখানেই আম্পায়ার ড্যারেল হেয়ার মুরলিধরনের বিরুদ্ধে বল ছোড়ার অভিযোগ এনেছিলেন। এমনই হাজারো ঘটনা সমৃদ্ধ এমসিজিতে আজ খেলবেন সূর্যরা। যাঁরা ক্যানবেরায় বৃষ্টির ম্যাচ থেকে কিছু পজিটিভ পেয়েছেন। বিশেষ করে সূর্য ও শুভমনের রানে ফেরা দরকার ছিল দলের জন্য।

সূর্যর ব্যাটে রান ছিল না এশিয়া কাপ থেকে। আশঙ্কা ছিল ক্যাপ্টেন্সি চলে যাওয়ার। প্রথম ম্যাচ দেখে মনে হল সেই সম্ভাবনা আপাতত নেই। গৌতম গম্ভীর এক টিভি ইন্টারভিউয়ে বলেছেন ভাল অধিনায়ক হতে গেলে ভাল মানুষ হওয়া দরকার। সূর্য ঠিক সেটাই। ক্যানবেরায় ব্যাটিং সেভাবে পরীক্ষিত হয়নি। কিন্তু সেটা জরুরি টি-২০ বিশ্বকাপের আগে। অস্ট্রেলিয়াও এখন সেই পরীক্ষায় হাঁটছে। না হলে অ্যাসেজের আগে হ্যাজলউকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। হয়নি ছন্দে রাখার জন্য।

তবে সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে সামান্য উত্তাপ ছড়িয়েছে। অনেকেই বিরক্ত তাঁকে উপরে নিচে-মাঝখানে যেখানে খুশি ঠেলে দেওয়ার জন্য। কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত বলেছেন এরপর কি সঞ্জুকে এগারো নম্বরে পাঠানো হবে? ওর জন্য এই একটা জায়গাই বাকি! এমসিজিতে সঞ্জু কোথায় আসেন সেটাও দেখার।

দ্বিতীয় টি-২০ খেলতে বৃহস্পতিবার মেলবোর্নে পৌঁছে গেলেন গিল, অভিষেক, হর্ষিত ও সূর্যকুমার।

বলের আঘাতে মৃত্যু ক্রিকেটারের

মেলবোর্ন, ৩০ অক্টোবর : শেষরক্ষা হল না! বাইশ গজে ফিরল ফিল হিউজের স্মৃতি! ঘাড়ে বল লেগে মৃত্যু হল ১৭ বছরের অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বেন অস্টিনের। মঙ্গলবার মেলবোর্নে আয়োজিত ফার্নট্রি গালি ক্লাবের নেটে ব্যাট করার সময় ঘাড়ে বল লেগেছিল অস্টিনের। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। সেখানে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ড বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, নেটে ব্যাট করার সময় ঘাড়ে বল লেগেছিল ১৭ বছরের ক্রিকেটার বেন অস্টিনের। দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। অস্টিনের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এদিকে, অস্টিনের মৃত্যুতে শোক জানাতে নবি মুম্বইয়ে আয়োজিত মেয়েদের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হাতে কালো আর্মব্যান্ড বেঁধে খেলেছেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা।

কেকেআরের হেড কোচ হলেন নায়ার

প্রতিবেদন : জল্পনার অবসান। দলের নতুন হেড কোচ হিসেবে অভিষেক নায়ারের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০২৬ আইপিএলে রিঙ্কু সিংদের হেড স্যারের ভূমিকায় দেখা যাবে নায়ারকে। বৃহস্পতিবার কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর নতুন হেড কোচের নাম ঘোষণা করেন। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে গত মরশুমেই তিন বছরের চুক্তি শেষ হয়। এরপর নতুন কোচের খোঁজে ছিল শাহরুখ খানের দল। বড় নামের পিছনে না ছুটে গত সাত বছর ধরে দলে বিশেষ অবদান রাখা 'ঘরের ছেলে' অভিষেককেই প্রধান কোচ করার সিদ্ধান্ত নিল কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার আগে এবং পরে গত মরশুমের মাঝামাঝি সময় থেকে কেকেআরের অন্যতম সহকারী কোচ নায়ার। এছাড়াও কেকেআর অ্যাকাডেমিতে উদীয়মান প্রতিভাদের নিয়ে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। ক্রিকেটারদের সঙ্গে অভিষেকের দারুণ সম্পর্ক। তাঁর হাত ধরেই উঠে এসেছেন রিঙ্কু, হর্ষিত রানার মতো ক্রিকেটাররা।

নাইটদের সাজঘরের কোনও কিছুই অজানা নয় অভিষেকের। সব কিছু বিবেচনা করেই প্রধান কোচ হিসেবে তাঁকে বেছে নিয়েছেন ভেঙ্কি মাইসোররা। কেকেআর ও আইপিএলের বাইরে ভারতীয় দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের অনেকের ব্যক্তিগত ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে নায়ারের। রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুলদের ব্যাটিং কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন মুম্বইকর। এদিকে, লখনউ সুপার জায়ান্টের প্রধান কোচ হওয়ার দৌড়ে যুবরাজ সিং। তাঁর সঙ্গে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজির কথা চলছে বলে সূত্রের খবর। জাস্টিন ল্যাঙ্গারের পারফরম্যান্সে খুশি নয় লখনউ ম্যানেজমেন্ট।

চায়ের পর লাঞ্চ ব্রেক

গুয়াহাটি, ৩০ অক্টোবর : সাধারণত একটি টেস্ট ম্যাচে লাঞ্চের পরেই টি-ব্রেক হয়ে থাকে। কিন্তু ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে দেখা যাবে অন্য চিত্র। সেখানে প্রথমে টি-ব্রেক হবে। তার পর লাঞ্চ! আগামী ২২ নভেম্বর শুরু হবে এই টেস্ট। ওই সময় উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে দ্রুত সন্ধ্যা নামে। তাই বিসিসিআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সকাল সাড়ে নটার বদলে খেলা শুরু হবে সকাল নটায়। প্রথম সেশনের খেলা হবে ১১টা পর্যন্ত। ১১টা থেকে ১১.২০ পর্যন্ত টি-ব্রেক। দ্বিতীয় সেশন চলবে দুপুর ১.২০ পর্যন্ত। তার পর হবে লাঞ্চের বিরতি। যা চলবে ২টো পর্যন্ত। দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত হবে তৃতীয় সেশনের খেলা। গুয়াহাটিতে যেহেতু আগে সূর্যাস্ত হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত। যাতে কম আলোর জন্য ওভার নষ্ট না হয়। অতীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খেলার সময় ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটেও এই সূচি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে এই প্রথমবার কোনও টেস্টের সূচিতে বদল হল।

বিরাটের জার্সিতে পন্থ, ব্যাখ্যা বোর্ডের

১৮ নম্বর জার্সিতে পন্থ।

বেঙ্গালুরু, ৩০ অক্টোবর : তিন মাস পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেই চমক ঋষভ পন্থের। আবার ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারকে নিয়ে তৈরি হল বিতর্কও। বেঙ্গালুরুতে ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে চার দিনের বেসরকারি টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমেছেন পন্থ। বৃহস্পতিবার ম্যাচের প্রথম দিন বিরাট কোহলির ১৮ নম্বর জার্সি পরে পন্থকে মাঠে নামতে দেখা যায়। এরপরই সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন ওঠে, টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও বিরাটের মতো কিংবদন্তির জার্সি নম্বর কীভাবে ব্যবহার করতে পারেন অন্য কোনও ক্রিকেটার? ভক্তদের মতে, বিরাটকে অসম্মান করেছেন ঋষভ!

বিসিসিআই অবশ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে। এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, ভারত 'এ' দলের খেলোয়াড়রা নির্দিষ্ট জার্সি নম্বরের মধ্যে আবদ্ধ নয়। 'এ' দলের ম্যাচে খেলোয়াড়রা যে কোনও নম্বর বেছে নিতে পারেন, কারণ জার্সিতে নাম থাকে না। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামগুলি স্থায়ী।

শচীন তেন্ডুলকরের ১০ এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির ৭ নম্বর জার্সির মতো ভক্তরা কিং কোহলির ১৮ নম্বর টেস্ট ও টি-২০ জার্সিকেও অবসরে পাঠানোর দাবি জানিয়েছিলেন। এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বোর্ড। এদিকে, চার দিনের টেস্টের প্রথম দিন দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে ২৯৯ রান করেছে। ভারত 'এ' দলের স্পিনার তনুশ কোটিয়ান ৪ উইকেট নেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপের আগে সৌদি লিগে খেলতে চেয়েছিলেন লিওনেল মেসি। রাজি হয়নি সৌদি সরকার

মাঠে ময়দানে

31 October, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

জয়ী লক্ষ্য

সারব্রুকেন : জার্মানিতে আয়োজিত হাইলো ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। বৃহস্পতিবার তিনি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ২১-১৪, ২১-১১ গেমে হারিয়েছেন আরেক ভারতীয় শাটলার শঙ্কর মুথুস্বামীকে।

বাংলার প্রস্তুতি

প্রতিবেদন: রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরা ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বাংলা। শনিবার থেকে ম্যাচ। বৃহস্পতিবার আগরতলায় অনুশীলন করেন ক্রিকেটাররা। মহম্মদ শামি নেটে ব্যাট করলেও বল করেননি। পিচে সামান্য ঘাস থাকলেও দুই পেসার ও দুই স্পিনার খেলানোর ভাবনা রয়েছে বাংলার।

রোবট ট্রেনিং

প্রতিবেদন: আগামী বছর ৭৫ বছরে পা রাখবে ঢাকুরিয়ার সিএলটি টেবল টেনিস প্রশিক্ষণ শিবির। তাই ঢেলে সাজানো হচ্ছে কোচিং সেন্টারকে। সেই কাজে সিএলটির পাশে দাঁড়িয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন। তারা চারটি টেবল টেনিস বোর্ডের পাশাপাশি একটি রোবট মেশিন দিয়েছে। এই মেশিন নানা গতিতে একটানা ১০০টি বল সার্ভ করতে পারে।

আজ সুপার কাপ ডার্বি, শেষ চারের লক্ষ্যে দুই প্রধান

আগ্রাসী অস্কার, চাপে নেই মোলিনা

প্রতিবেদন: শুক্রবার সুপার কাপে সুপার ডার্বি কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল। মাণ্ডবী নদীর তীরে ফাতোরদায় মহারণ জিতে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে ওঠার লড়াই দুই প্রধানের। অঙ্কের বিচারে ডার্বি ড্র করতে পারলেই মোহনবাগানকে ছিটকে দিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সুপার কাপের সেমিফাইনালে চলে যাবে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, মোহনবাগানের সামনে জেতা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই। একইসঙ্গে গ্রুপে ডেম্পো-চেন্নাইয়িন ম্যাচের দিকেও নজর রাখতে হবে। তবে সমীকরণ ভুলে শিল্ড ফাইনালে হারের জবাব দিয়ে ডার্বি জিততে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো। দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই মেগা ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ। ইস্টবেঙ্গল কোচ ডার্বি জিততে আক্রমণাত্মক ফুটবলকেই অস্ত্র করছেন। অস্কারের আগ্রাসন-নীতির পাল্টা জবাব না দিয়েও পরিস্থিতি মাথায় রেখে নিজেদের কিছুটা এগিয়ে রাখছেন মোহনবাগান কোচ জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

লাল-হলুদ কোচ ধরেই নিয়েছেন, মোহনবাগান অল আউট যাবে ম্যাচ জেতার জন্য। তবে পাল্টা আক্রমণের রণনীতি তৈরি রাখছেন অস্কার। তিনি বলেন, এই মরশুমে আমরা দু'টি ডার্বির মধ্যে একটি জিতেছি এবং শিল্ড ফাইনালে টাইব্রেকারে হেরেছি। তবে সুপার কাপ ডার্বিতে আমরা জয়ের জন্যই ঝাঁপাব। ড্রয়ের অঙ্ক মাথায় রাখছি না। ম্যাচের পর যেন আক্ষেপ না থাকে যে, ড্র করার জন্য কেন রক্ষণাত্মক ফুটবল খেললাম। যেটা গত মরশুমে আমাদের করতে হয়েছিল। তাই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলব।

পরিস্থিতির বিচারে নিজেদের সুবিধার কথা জানিয়েছেন মোহনবাগান কোচ। মোলিনা বলছেন, ড্র করার লক্ষ্যে মাঠে নামার থেকে জয়ের মানসিকতা নিয়ে খেলতে নামলে আমরা অনেকটা এগিয়ে থাকব। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে সমর্থকদের খুশি করতে চাই। ডেম্পোর বিরুদ্ধে প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্টের পর অনুশীলনে পরিশ্রম করেছেন জেসন কামিন্স, মনবীর সিংরা। তবে ফাতোরদার গ্যালারিতে সমর্থকদের মিস করবেন মোলিনা। বললেন, বড় ম্যাচে গ্যালারি প্রায় ফাঁকা থাকলে ভাল লাগে না। আক্ষেপ বাগান ডিফেন্ডার শুভাশিস বোসের গলাতেও। ডার্বি জিতেই সমর্থকদের উপহার দিতে চান তিনি।

পরপর ডার্বি খেলা নিয়ে বিরক্ত প্রকাশ করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। অস্কারের কথায়, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে এক গ্রুপে রাখার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই মরশুমে ১১টা ম্যাচ খেলেছি। তার মধ্যে ৩টে ডার্বি। তবে আরও একটা ডার্বির জন্য আমরা তৈরি। মাঠ নিয়ে ফের ক্ষোভ উগরে দিলেন অস্কার। ফাতোরদার মাঠের প্রস্থ ৬৬ মিটার। বিভিন্ন জায়গায় গর্ত। তবে কোনও অজুহাত দিতে রাজি নই। ইস্টবেঙ্গল মিডিও সাউল ক্রেসপো বললেন, সাজঘরে সবাই ফুরফুরে মেজাজে। শুধু জয় চাই। ড্রয়ের ভাবনাই নেই।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে ক্রেসপোরা। পাশে, মোহনবাগানের প্রস্তুতিতে আলবার্তো, মেহতাবরা। বৃহস্পতিবার গোয়ায়।

আজ সুপার কাপে
মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল
(মারগাঁও, সন্ধ্যা ৭.৩০, স্টার স্পোর্টস)

অসমে চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন: অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার এফসি। আই লিগের প্রস্তুতি হিসেবে অসমে সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে খেলে সেরার শিরোপা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের।

বৃহস্পতিবার দুলিয়াজানে প্রতিযোগিতার ফাইনালে শিলং লাজংকে ২-০ গোলে হারিয়ে খেতাব জিতল ডায়মন্ড হারবার। দুই গোলদাতা ব্রাইট এনোবাখারে এবং জবি জাস্টিন। চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবারের কোচ, ফুটবলারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্লাবের চিফ প্যাট্রন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আই লিগের আগে এই খেতাব জয় কিবু ভিকুনার দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। লিগ কবে শুরু, তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নিতেই পারেনি ফেডারেশন। তাই আরও একটি বা দু'টি প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট খেলার পরিকল্পনা করেছে ডায়মন্ড হারবার।

দুলিয়াজানে এদিন টুর্নামেন্টের ফাইনালে লাজংকে ম্যাচে ফেরার কোনও সুযোগই দেয়নি কিবুর দল। ডায়মন্ড হারবার প্রথমার্ধে ২০ মিনিটের মধ্যে দু'গোলে এগিয়ে যায়। বিরতির আগেই ব্যবধান ৩-০ করতে পারত তারা। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথম থেকেই ম্যাচের রাশ ছিল ডায়মন্ড হারবারের হাতে। ৮ মিনিটে ব্রাইটের গোলে এগিয়ে যায় কিবুর দল। ১৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় ডায়মন্ড। বাঁ-প্রান্ত থেকে রবিলাল মাণ্ডির নিখুঁত ক্রস থেকে বাঁ-পায়ের সাইড ভলিতে বল জালে জড়ান জবি। বিরতির আগে তৃতীয় গোলটি প্রায় তুলেই ফেলেছিল ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু সুযোগ নষ্ট হওয়ায় ব্যবধান বাড়েনি। দ্বিতীয়ার্ধে লাজং ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও সানডে, মেলরয়রা রক্ষণ অক্ষত রাখেন। কোচ কিবু ভিকুনা বললেন, অনেকদিন পর আমরা টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। আই লিগের আগে নিজেদের পরখ করে নিতে পারলাম। চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ছেলেদের আত্মবিশ্বাস বাড়ল।

অভিষেকের অভিনন্দন

শিলং লাজং এফসি-কে হারিয়ে অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপ জয় ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের জন্য গর্বের মুহূর্ত। এই পারফরম্যান্সে শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা এবং উৎকর্ষতা প্রতিফলিত হয়েছে। অসাধারণ এই সাফল্যের জন্য খেলোয়াড়, কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের অভিনন্দন। এই জয় আমাদের সম্মিলিত যাত্রায় আরও একটি মাইলফলক। দমদার হারবার।

জবি, ব্রাইটদের গোলের উচ্ছ্বাস। বৃহস্পতিবার দুলিয়াজানে।

সুনীলদের কাছে হার মহামেডানের

বল দখলের লড়াইয়ে দুই দল।

প্রতিবেদন: সমস্যার পাহাড় মাথায় নিয়েও সুপার কাপে প্রথম ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে লড়াই করে হার মহামেডানের। কেলভিন ও সুনীল ছেত্রীর গোলে ০-২ ব্যবধানে হার সাদা-কালো ব্রিগেডের। ফিফার শাস্তি ও আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে সুপার কাপে খেলতে নেমেছে মহামেডান। ২১ জন ফুটবলার নিয়ে গিয়েও পাঁচ অপেশাদার ফুটবলারের রেজিস্ট্রেশন করাতে পারেনি দল। মাত্র ১৬ জন ফুটবলার নিয়ে বৃহস্পতিবার বিদেশি ও জাতীয় দলের ফুটবলারে সমৃদ্ধ বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে নেমেছিল মহামেডান। কিন্তু সমস্যার মধ্যেও ৩৩ মিনিট পর্যন্ত বেঙ্গালুরুকে আটকে রেখেছিল বেঙ্গালুরু।

৩৪ মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। তাওরেম কেলভিন সিং গোল করেন। দূর থেকে নেওয়া শট মহামেডান গোলকিপারের মাথার উপর দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে সুনীলকে মাঠে নামান বেঙ্গালুরু কোচ জেরার্ড। আক্রমণে ঝড় তুলে জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া হয় বেঙ্গালুরু। কিন্তু তাদের যাবতীয় আক্রমণ আটকে যাচ্ছিল মহামেডান রক্ষণে। শেষ পর্যন্ত খেলার শেষ লগ্নে ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি পায় বেঙ্গালুরু। সুনীলের শট বাঁচাতে পারেননি মহামেডান গোলকিপার শুভজিৎ।

মাঠে ময়দানে
31 October, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওডিআই-তে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করা রোহিত শর্মা এই প্রথম র‍্যাঙ্কিং শীর্ষে শুনে অবাক নাসের হুসেন

সাগরপাড়ে রূপকথা, জেমাইমার ব্যাটে ফাইনাল

অস্ট্রেলিয়া ৩৩৮ (৪৯.৫ ওভার)
ভারত ৩৪১/৫ (৪৮.৩ ওভার)

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : সাগরপাড়ে এই রাত ঘুরেফিরে আসে। ১৪ বছর আগে এক ছক্কায় কাপ হাতে তুলে নিয়েছিলেন এমএস ধোনি। বৃহস্পতিবার যেন ধোনিই হয়ে গেলেন জেমাইমা রডরিগেজ। ছটফটে জেমাইমা মেয়েদের ক্রিকেটের আকর্ষণীয় চরিত্র। তিনি গিটার বাজান। সুরের মূর্ছনা ছড়ান। ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ব্যাট হাতে এদিন যে মায়াজাল ছড়ালেন সেটা ক্রিকেটের চিরকালীন রূপকথায় জায়গা যাবে।

ছোটখাটো তরুণী যেন এনার্জির ভাণ্ডার। হরমনপ্রীত ফিরে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল আর হবে না। কিন্তু তিনি, জেমাইমা ভাবছিলেন অন্য কথা। রিচা, আমনজ্যোতদের পাশে নিয়ে পৌঁছে গেলেন বিশ্বকাপ ফাইনালে। ১৩৪ বলে ১২৭ নট আউট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে পুরুষ-মহিলা, কোনও দল এর আগে এত রান তাড়া করে জেতেনি। কিন্তু এসব পরিসংখ্যান বরং তোলা থাক এখন। বৃহস্পতিবারের রাত হোক জেমাইমার নামে। ভারতীয় ক্রিকেটে এভাবে কেউ বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে আগে জেতাতে পারেনি। অদ্ভুতভাবে ভারত ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলবে এই মুম্বইয়ে ২ নভেম্বর। তারিখটা এক। ধোনিরা কাপ জিতেছিলেন ২ এপ্রিল।

শেফালিকে ফেরানো হয়েছিল প্রতিকা রাওয়ালের জায়গায়। অনেকদিন পর জাতীয় দলে ফিরেছেন তিনি। মারকুটে ওপেনার খুব জনপ্রিয়। কিন্তু শেফালির (১০) প্রত্যাবর্তন ভাল হয়নি। তিনি যখন আউট হন ভারতের রান ১৩। কিম গার্থ যখন শেফালিকে ফেরালেন তখন গ্যালারি বিশেষ মাথা ঘামায়নি। কারণ পরিষ্কার। স্মৃতি মান্ধানা আছেন। তাঁর আর জেমাইমা রডরিগেজের জুটিতে এরপর যখন ৪৬ রান উঠে গেল, অনেকে ভেবেছিলেন টুর্নামেন্টে স্মৃতির তিন নম্বর সেঞ্চুরি অপেক্ষা করছে। কিন্তু সেই গার্থ ঘাতকের চেহারা নিয়ে ফিরিয়ে দিলেন স্মৃতিকে (২৪)। ১০ ওভারে ভারতের রান দাঁড়াল ৫৯/২। এবার চাপটা টের পাওয়া গেল।

তখন কি কেউ জানত যে সাগরপাড়ে আসল লড়াই শুরু হবে এইবার। তৃতীয় উইকেটের পার্টনারশিপে জেমাইমা আর হরমনপ্রীত রেকর্ড পার্টনারশিপ গড়ে ফেলবেন। এরমধ্যে এক নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হল যখন হিলি জেমাইমার সহজ ক্যাচ ফেলে দিলেন। ছটফটে জেমাইমা মাঠে থাকা মানেই কিছু না কিছু হবে। তা সে তিনি ব্যাট করুন বা ফিল্ডিং। অফুরন্ত এনার্জি নিয়ে মাঠে থাকেন। তাঁকে দেখে মনে হয় না তিনি হারতে মাঠে নেমেছেন। নাহলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে কোনও উইকেটে রেকর্ড পার্টনারশিপ গড়তে পারতেন না। বাকিটা অবশ্য ইতিহাস।

ভারতকে ফাইনালে তোলার পর কেঁদে ফেললেন জেমাইমা।

জয়ের পর জেমাইমা ও আমনজ্যোত। বৃহস্পতিবার।

এখনও পর্যন্ত একজনের কথা বলা হয়নি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত। ৩৩৯ রান তাড়া করে তুলতে গেলে একজনকে ধরতে হয়। হরমনপ্রীত শুরুতে এই কাজটাই করলেন। যাতে আরও উইকেট না পড়ে যায়। ততক্ষণে জেমাইমা স্কোর বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু হরমনপ্রীত যখন এরপর মারতে শুরু করেন, তখন অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমবার চাপে পড়েছে মনে হল। ২০১৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল এই হরমনপ্রীতের ব্যাটে ভর করে। তিনি ১৭১ রান করেছিলেন। কে জানত সাদারল্যান্ডের বলে ওরকম একটা ক্যাচ ধরবেন গার্ডনার। তুলে মেরেছিলেন অধিনায়ক। গার্ডনার বাউন্ডারির ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ক্যাচ তুলে নেন। হরমনপ্রীত যখন ৮৮ বলে ৮৯ রান করে ফিরে যাচ্ছেন, গোটা স্টেডিয়াম তখন স্তব্ধ। রেকর্ড পার্টনারশিপে যে ১৬৭ রান উঠেছে সেটাও তখন কেমন যেন পানসে লাগছে। তবে জেমাইমা হ্যায় না! ম্যাচ শেষে সতীর্থদের ভালবাসার অত্যাচার ঢাকা পড়ে গেলেন। ইশ, এই ছবিটাই যদি রবিবারও দেখা যায়।

সেমিফাইনালের মতো ম্যাচে অ্যালিসা হিলিকে খেলাতে মরিয়া ছিল অস্ট্রেলিয়া। চোট থেকে উঠে এসে তিনি প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। কিন্তু আগেরদিন তাঁকে নভি মুম্বই মাঠে না দেখে মনে হয়েছিল হিলি খেলবেন তো? তিনি অবশ্য খেললেন। আর ভিআইপি বক্সে বসে খেলা দেখলেন তাঁর ক্রিকেটার স্বামী মিচেল স্টার্ক। কিন্তু তাঁর ১৫ বলের ইনিংস ঠিক হিলি-সুলভ হল না। তাঁকে সেট হওয়ার আগেই বোল্ড করে দেন ক্রান্তি গৌড়। চোট পাওয়ার আগে এই বিশ্বকাপে দুটি সেঞ্চুরি হয়ে গিয়েছিল হিলির। এদিন ফিরে গেলেন ৫ রান করে।

পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে হিলি যখন ফিরে গেলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার রান ২৫। সেমিফাইনালের মতো হাই প্রেশার গেমে চাপ তৈরি করার সময় ছিল এটাই। কিন্তু হরমনপ্রীত কৌরের বোলাররা সেটা পারেননি। আর পারেননি বলেই অতঃপর একটা দুর্দান্ত পার্টনারশিপ দেখতে পেল ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম। এলিস পেরি (৭৭) পুরনো মুখ। অনেক বড় ইনিংস খেলেছেন। কিন্তু হিলির ওপেনিং পার্টনার ফোবি লিচফিল্ড যে সেঞ্চুরি করে গেলেন তা অসাধারণ।

হিলি টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন। অধিনায়ক দ্রুত ফিরে গেলেও লিচফিল্ড দমেননি। শেষপর্যন্ত আমনজোতের বলে রিভার্স সুইপ মারতে গিয়ে তাঁর ৯৩ বলের ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১১৯ রানে। সেঞ্চুরির ঠিক পরেই অবশ্য রিচা উইকেটের পিছনে লিচফিল্ডের ক্যাচ ফেলেছেন। এই উইকেটে বোলারদের জন্য কিছু ছিল না। তাই এরকম সুযোগ ফসকালে বোলারদের কিছু করার থাকে না। প্রথম স্পেলে ক্রান্তি, দীপ্তি প্রচুর রান দিয়েছেন। যার সুযোগ নিয়ে জুটিতে ১৫৫ রান তুলে দেন লিচফিল্ড ও পেরি।

অস্ট্রেলিয়া শেষমেশ ৪৯.৫ ওভারে ৩৩৮ রান করেছে। সেটা সম্ভব হল লোয়ার অর্ডারের দৃঢ়তা ও ভারতের খারাপ ফিল্ডিংয়ের জন্য। এদিন ক্যাচ যেমন পড়েছে তেমনই বল গলেছে বিস্তর। ওভার থ্রোতে বাউন্ডারি পর্যন্ত হতে দেখা গেল। তবে এসব বলে পেরি (৭৭) আর গার্ডনারের (৬৩) হাফ সেঞ্চুরিকে খাটো করে দেখা যাবে না। পেরি আর তাহলিয়া ম্যাকগ্রা ৬৬ রান যোগ করে দলকে পরে তিনশো পার করে দেন। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য শেষ চারটি উইকেট হারিয়েছে ৭ রানে। কিন্তু তাতে তাদের তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি।

ভারতীয় বোলিং এদিন প্রত্যাশিত মান ছুঁতে পারেনি। শ্রী চরনী আর দীপ্তি দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু দীপ্তি ৯.৫ ওভারে ৭৩ রান দিয়েছেন। ৮ ওভারে ৬৬ রান দিয়েছেন রাধা যাদব। একমাত্র রেণুকা সিং ঠাকুর ৮ ওভার বল করে উইকেট না পেলেও ৩৯ রান দিয়েছেন। বাকিরা সবাই প্রচুর রান দিয়েছেন।

অভিনন্দন ক্রীড়ামন্ত্রীর

জেমাইমা রডরিগেজের অপরাজিত শতরানের সৌজন্যে মহিলা বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে রেকর্ড ৩৩৮ রান তাড়া করে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্টিং স্টাফ ও কর্মকর্তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। একইসঙ্গে অভিনন্দন জানাই বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষকেও চাপের মুখে বিধ্বংসী একটা ইনিংস উপহার দেওয়ার জন্য। ফাইনালের জন্য রইল আগাম শুভেচ্ছা। জয় ভারত, জয় বাংলা।

সেঞ্চুরি নয়, মাথায় ছিল জয় : জেমাইমা

ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে বিধ্বংসী জেমাইমা।

নবি মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : অসাধ্যসাধন করলেন জেমাইমা রডরিগেজ। বৃহস্পতিবার ১৩৪ বলে অপরাজিত ১২৭ রান টি-২০ ক্রিকেটে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। তবে এই ইনিংস কি কোনও দিন ভুলতে পারবেন জেমাইমা? কারণ তাঁর ব্যাটে ভর দিয়েই সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে ছিটকে দিয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত।

অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে দেশকে বিশ্বকাপ ফাইনালে তোলার পর, জেমাইমা যখন ভিকট্রি ল্যাপ দিচ্ছেন, তখন গোয়ান তরুণীর চোখে জল! সতীর্থরা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরছিলেন। কিন্তু তাতে কি আর আবেগ বাঁধ মানে! এমনকী, ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে চোখে জল নিয়েই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন জেমাইমা।

এদিন সেঞ্চুরির পর কোনও সেলিব্রেশন করেননি। জেমাইমা বলে গেলেন, সেঞ্চুরি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না। বরং দলকে জেতানোর জন্য মরিয়া ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত সেটা করতে পেরেছি। তবে এই জয়ের কৃতিত্ব আমার একার নয়, গোটা দলের। আমি মা, বাবা এবং কোচকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সব মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাঁরা আমার উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন।

জেমাইমা আরও বলেন, শেষ কবে তিন নম্বরে ব্যাট করেছি, মনে পড়ছে না। পুরোটাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। শেষ একটা বছর খুব কঠিন কেটেছে। গত বছর ভাল ফর্মে থাকা সত্ত্বেও বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়ছিলাম। তবে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলিনি। রোজ কাঁদতাম। কিন্তু লড়াই ছাড়িনি। জানতাম, ঈশ্বর সবার সঙ্গে থাকেন। মন খারাপ হলেই বাইবেল পড়তাম।

হরমনপ্রীত কৌরের সঙ্গে তাঁর ১৫৬ বলে ১৬৭ রানের পার্টনারশিপটাই দলের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিল। জেমাইমার বক্তব্য, দুই উইকেট পড়ে যাওয়ার পর হ্যারিদি(হরমন) আর আমি ঠিক করেছিলাম একটা লম্বা পার্টনারশিপ খেলব। যতটা সম্ভব টেনে নিয়ে যাব। তাহলেই অস্ট্রেলিয়া চাপে পড়ে যাবে। হ্যারিদিকে সেই সময় বেশি স্ট্রাইক দেওয়ার চেষ্টা করেছি। দীপ্তিও খুব ভাল ব্যাট করল। ও আমার চাপ কমিয়ে দিয়েছিল।

এদিকে উচ্ছ্বসিত হরমন বলছেন, আমি গর্বিত। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। জেমাইমা অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করল। অস্ট্রেলিয়া সওয়া তিনশোর বেশি রান করলেও, বিশ্বাস ছিল, আমাদের মধ্যে যে কেউ ম্যাচ জিতিয়ে আনতে পারে। এই দলের অধিনায়ক হিসাবেও আমি গর্বিত। বিশ্বাসই হচ্ছে না, আমরা বিশ্বকাপের ফাইনালে।